ভীমসিংহ।

মহাকবি সেক্‌সপিয়ার প্রণীত ওথেলোর

মর্ম্মানুবাদ।

শ্রীতারিণী চরণ পাল

প্রণীত।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

পিপল্‌স ফ্রেণ্ড যন্ত্র

৪৩ নং চুনাগলি।

১২৮১ সাল।
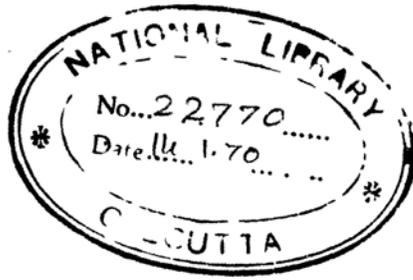
ভূমিকা।

ওথেলো সাহিত্য কাননের একটী অত্যুৎকৃষ্ট পুষ্প। প্রায় সকল ভাষাতেই ইঁহার অনুবাদ হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় কেহ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই দেখিয়া, বামনের চন্দ্র স্পর্শের ন্যায়, আমি এ দুরুহ ব্রতে ব্রতী হইয়াছি। অনুবাদে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারিনা। সাহিত্যানুরাগীসমালোচক মহোদয়গণ বিচার করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য—শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত, গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

নাটকপ্রিয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এই পুস্তক উপহার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

শ্রীতারিণী চরণ পাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দেবদাস ... ... জনেক প্রধান রাজসভাসদ।

বিশ্বম্ভর ... ... দেবদাসের বৈমাত্র ভ্রাতা।

ভীমসিংহ ... ... প্রধান সেনাপতি।

চন্দ্রনাথ ... ... ভীমসিংহের সহকারী।

ভৈরবসিংহ ... ... তদীয় কর্ম্মচারী।

ধর্ম্মদাস ... ... জয়ন্তির পূর্ব্ব শাসন কর্ত্তা।

শশীশেখর ... ... অবন্তির জনৈক ধনাঢ্য যুবা।

স্বর্ণলতা ... ... দেবদাসের কন্যা।

সরমা ... ... ভৈরবসিংহের স্ত্রী।

বিনোদিনী

রাজা অন্যান্য সভাসদগণ নাগরিক প্রভৃতি।

ভীমসিংহ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

শশীশেখর বর্ম্মণ ও ভৈরব সিংহের প্রবেশ।

শশী। আচ্ছা ভাই! তবে তুমি সেনাপতিকে ঘৃণা কর কেন?

ভৈরব। নরককে কেনা ঘৃণা করে? এই জয়স্তি নগরের তিন জন প্রধান লোক আমার জন্য যৎপরোনাস্তি অনুরোধ কল্লেন, তা কিছুতেই নয়, শেষে কর্ম্ম দেওয়া হল কিনা চন্দ্রনাথকে, অ্যাঁ চন্দ্রনাথ! চন্দ্রনাথ আমার কত্তে বড় হ'ল, হাঃ অদৃষ্ট! যে ঠিক দিতে ভুলে, রক্ত দেখ্‌লে মূর্চ্ছা যায়, তাকে তুলে দেওয়া হ'ল, আর আমি বেটা প্রাণপণে খেটে মরেও মন পেলেম্ না। অ্যাঁ আমাকে সহকারী না করে চন্দ্রনাথকে সেই কর্ম্ম দেওয়া হ'ল, উঃ! (বিকট বদনে পৃথ্বী পৃষ্ঠে পদাঘাত)

শশী। আমি হলে কখনইত এ অপমান সহ্য কর্ত্তেম না।

ভৈরব। অগত্যা করি, চাকরির দশাই এই। উপায় নাই, এখন কি আর সে কাল আছে যে কেবল বিদ্যা বুদ্ধির জোরে লোকের পদবৃদ্ধি হবে? মুরব্বির জোর থাকে, উপর ওয়ালার মন যোগাতে পার তা হ'লেই অল্প কালের মধ্যেই এক জন মান্য গণ্য লোক হ'য়ে দাঁড়াবে। লোক কথায় বলে "ঠক বাছুতে গাঁ ওজোড়" কটা লোক

আপনার পদের উপযুক্ত হে? একি সামান্য অত্যাচার? কে সহ্য ক'র্ত্তে পারে? এতে মরা মানুষের ও রাগ হয়।

শশী। তবে চাকরি ছেড়ে যাওনা কেন?

ভৈরব। অমনি ছাড়্‌ব! এর শোধ না নিয়ে ছাড়্‌ব? এখন তার অনুগত হয়ে থাকব, সময় পেলেই দংশন ক'রবো; মিত্রতা রেখে শত্রুতা ক'রবো। আমি অদ্যাবধি "বিষকুম্ভঃ পয়োমুখঃ" হ'লেম। দাদা! এক দিন সে গাদাকে জানাব যে, স্বর্ণকলসে বিষ এবং কুসুমেও কীট থাকতে পারে।

শশী। যা হ'ক, সেনাপতির সার্থক জীবন ব'লতে হবে!

ভৈরব। এই না দেবদাসের বাটী? দরজায় ঘা দাও, ডাক, ব্যাটাকে জাগিয়ে দাও, ব্যাটার ঘুম ভাঙ্গিয়া চেতনা জন্মে দাও, ব্যাটার দুধের বাটীতে বালী দাও, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" তোমায় কন্যা দান ক'র্ত্তে চায় না। এখন বেস হয়েছে।

শশী। কর্ত্তা বাড়ীতে আছেন? ও কর্ত্তা? ওগো মশাই?

ভৈরব। বাড়ীতে কে আছ? ও দেবদাস! ও দেবদাস! মর—মিন্‌যে যেন মরে রয়েছে। বলি ও দেবদাস! তোমার কন্যা কোথায়? তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তোমার কুলমান সব গেল।

(গবাক্ষে দেবদাসের আগমন)

দেব। কি? হয়েছে কি? এত গোলযোগ কিসের? কে ডাক্‌ছে হে? এত রাত্তিরে কিসের দরকার?

শশী। আপনার আত্মীয় স্বজন সকলে বাড়ীতে আছেত?

ভৈরব। আপনার দরজা গুলো ত খোলা নাই?

শশী। আপনার কন্যাত বাড়ীতে আছে?

দেব। কেন কি হয়েছে? এমন কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ কেন?

ভৈরব। আর দেখছেন কি, আপনার যেই নধর ধবল নৈ বাছুরটী দড়ি ছিঁড়ে একটা কৃষ্ণকায় বলদের সঙ্গে জুটেছে; এখন শীঘ্রই আপনাকে দৌহিত্রের মুখ দেখ্‌তে হবে।

দেব। আ মর্ বেটা পাজি! তোর কি আমার দেখে একটু ভয় হ'ল না? পাগল হয়েছিস্ না কি?

শশী। মশাই কি আমার স্বর চিন্‌তে পাচ্চে'ন না?

দেব। না, তুই কে? কোথা থেকে এসেছিস্?

শশী। আমার নাম শশীশেখর।

দেব। দূর হঃ বেটা। দূর হঃ বেটা নচ্ছার, পাজি আমি না তোকে বার বার আমার বাড়ীর ত্রিসীমায় আস্‌তে নিষেধ করেছি। তবু তুই এসে আমায় ত্যক্ত ক'চ্ছিস্? তোকে ত আমি বলেছি—প্রাণান্তেও তোকে কন্যা দান ক'র'বনা। তাই বুঝি তুই এখন উন্মত্ত হয়ে, এত রাত্রে আমায় জ্বালাতন কর্ত্তে এসেছিস্! আচ্ছা থাক, এর সমুচিত শাস্তি পাবি। আমি এক জন হেঁজি পেঁজি লোক নই, তা তুই জানিস্! আমার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, কাল সকালেই এর সমুচিত শাস্তি দেব।

শশী। মশাই শান্ত হ'ন, আমাকে অন্যায় তিরস্কার ক'চ্চে'ন।

দেব। তুই চোরের ভয় দেখাস্ কি? এ অবন্তি নগর—অরাজক স্থান নয়, আমি বনে বাস করি না।

ভৈরব। মশাই আপনি কি প্রকার লোক? আপনার যে দেখ্‌তে পাই কিছু মাত্র কাণ্ড জ্ঞান নাই। ইনি কোথা আপনার উপকার কর্ত্তে এলেন, আর আপনি কিনা এঁরে যাচ্ছেতাই বলছেন্। কলিতে কি কারো ভাল কর্ত্তে নেই!

দেব। তুমি কে হে বাপু, এখানে মধ্যস্থ হতে এসেছ? যাও আর উপদেশ দিতে হবে না।

ভৈরব। মশাই! আমি ভাল বই মন্দ কর্ত্তে আসিনি। সেনাপতি মশাই আপনার স্বর্ণলতাকে হরণ করে লয়ে গেছেন। আমরা কেবল সেই সংবাদটী দিতে এসেছি।

দেব। আচ্ছা২! তোরা থাক—কাল প্রাতে এর সমুচিত শাস্তি বিধান করে তবে জলগ্রহণ করবো—দেখ্‌ব বিচার স্থলে তোরা কি উত্তর দিস্।

শশী। সেখানে যে জবাব দিতে হবে, তা পরে বিবেচনা ক'রবো,

এখন যা ব'লতে এসেছি তা শোন।' এই দুপর রাত্রে স্বর্ণলতা যে এক জন মারহাট্টার অনুগামিনী হয়েছে, এটা কি আপনার অভিপ্রেত? আর তা না হ'লে আপনি আমাদিগকে অনর্থক তিরস্কার ক'র্বেন কে'ন?

দেব। ওরে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে রে! ও লছমন্! লছমন্ ওরে তোরা ওঠরে, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, কুলমান সব গেছে। ওরে তোবা ওঠরে! আলো জ্বাল। হা হতভাগিনি! তোর মনে এই ছিল!—আমব্ ব্যাটাবা মরে ঘুমুচ্ছে না কি?

[প্রস্থান।

ভৈরব। আমি তবে অগ্রসর হই। তুমি দেবদাসকে লয়ে বরাবর সপ্তমশিবির সম্মুখে যেও, সেখানে আমার সাক্ষাৎ পাবে, আমি সেনাপতির সঙ্গেই থাক্‌বো।

[প্রস্থান।

(দেবদাস ও ভৃত্যগণের মসাল লইয়া প্রবেশ।)

দেব। অ্যাঁ! তাইত, সত্য২ যে গেছে দেখ্‌তে পাই। হা পাপীয়সি! তোর মনে এই ছিল? হাঃ! আমার মান সম্ভ্রম সব খেলি? (শশীর প্রতি) তাদের কি বিবাহ হয়েছে? অ্যাঁ?

শশী। হয়েছে বৈ কি।

দেব। হায়! আমার এত যত্নের মুক্তামালা বানরের হস্তে পতিত হ'ল!! অ্যাঁ, তারা কোথায় আছে? কোন্‌দিকে গেলে দেখ্‌তে পা'ব? বাবা, আমি না বুঝে তোমায় অনেক তিরস্কার ক'রেছি; অনেক রূঢ় কথা ব'লেছি, কিছু মনে ক'রনা। হাঃ কুলকলঙ্কিনি! হাঃ হতভাগিনি! এই কি তোর লজ্জা? এই কি তোর পিতৃভক্তি? কোন কালে কন্যাকে কেহ যেন বিশ্বাস না করে। কে বলে অবলা সরলা? এরা ভয়ঙ্করী বিষধরী। সে মারহাট্টা বেটারই বা বুকের পাটা কি? আমার কন্যাকে নিয়ে গেল, ব্যাটা কি আমাকে চেনেনা! আমি কি অল্পে ছাড়্‌ব? এখন ধর্‌তে পাল্লে হয়।——

শশী। মশাই! যদি উপযুক্ত লোক জন নিয়ে আমার সঙ্গে যান, তা হলে এখনি ধ'র্‌তে পার্‌বেন।

দেব। (ভৃত্যদের প্রতি) ওরে দেখ্! তোরা কোটালকে খবর দে, আর অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আয়। আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে; কুলমান সব গেছে! চল বাবা চল।

শশী। এই দিকে আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(ভীমসিংহ ও ভৈরবের প্রবেশ।)

ভৈরব। আপনি যদি তার কন্যাকে যথার্থ বিবাহ ক'রে থাকেন, তা হ'লে কি দুর্ঘটনাই না ঘ'ট্‌বে! রাজসভায় তার যথেষ্ট সন্মান আছেঃ—

ভীম। দেখ ভৈরব, তুমি কিছু মাত্র ভয় ক'র'না, আমি অন্যায় কাজ করিনি যে তিনি আমাকে দণ্ড দিবেন—বংশমর্য্যাদায় ও আমি নিতান্ত হীন নই। ক্ষত্রিয়েরা কখনও নিজমুখে আত্মপরিচয় প্রদান করেন না, সেই জন্যই মহারাজ এত দিন আমার পরিচয় পান নাই। এখন না হয় পরিচয় দিয়ে স্বর্ণলতাকে লাভ ক'র্ব্বো। স্বর্ণলতাকে আমি প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসি; স্বর্ণলতাও আমাকে যার পর নাই ভাল বাসে। ওদিকে কিসের আলো হে?

ভৈরব। বোধ করি দেবদাস আপনার অনুসন্ধানে আস্‌ছে;—— আপনি সরে দাঁড়ান।

ভীম। না—না—তা হ'লে আমার যশ মান সকলই কলঙ্কিত হবে।—তারাই আস্‌ছে না কি?

ভৈরব। মা কালী করুন তারা যেন না আসে।

ভীম। এ যে দেখ্‌ছি আমাদেরই চন্দ্রনাথ।

(চন্দ্রনাথ ও কতিপয় সৈনিকের মসাল লইয়া প্রবেশ)

চন্দ্র। নমঃস্কার!

ভীম। এত রাত্রে কি সংবাদ চন্দ্রনাথ?

চন্দ্র। মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন। তিনি আপনার অনুসন্ধানে স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ ক'রেছেন।

ভীম। অকস্মাৎ এত রাত্রে মহারাজ আমাকে কি জন্য আহ্বান ক'র্‌লেন?

চন্দ্র। বোধ করি জয়ন্তি হ'তে কোন সংবাদ এসে থাকবে।

ভীম। তবে চল যাওয়া যাক্—তুমি ভাই একটু দাঁড়াও আমি একবার বাড়ী থেকে আসি।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। ভৈরব! সেনাপতি ম'শাই এখানে কি কর্চ্ছিলেন হে?

ভৈরব। আর মশাই—তিনি এখন সাপের মাথার মণি এনেছেন; নির্ব্বিঘ্নে ভোগ কর্ত্তে পাল্লে হয়।

চন্দ্র। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পাল্লে'ম না।

ভৈরব। সেনাপতি মশায়ের বিবাহ হয়েছে।

চন্দ্র। কার সঙ্গে হে?

ভৈরব। এই——

(ভীমসিংহের পুনঃ প্রবেশ)

তবে আসুন মশাই।

ভীম। হাঁ তবে তুমিও চল।

ভৈরব। যে আজ্ঞা চলুন—আবার বুঝি কে আপানাকে খুঁজতে আস্‌ছে। মশাই ঐ বুঝি দেবদাস আসচে আপনি সাবধান হ'ন্।

ভীম। তোমরা সব এই দিকে দাঁড়াও।

(দেবদাস, শশী শেখর ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

শশী। মশাই এই সেই পাপাত্মা।

দেব। ধর ব্যাটাকে ধর—বাঁধ ব্যাটাকে বাঁধ, ব্যাটা চোর——

(তরবারি নিষ্কাশন)

ভীম। মিথ্যা বিবাদে আবশ্যক নাই; (দেবদাসের প্রতি) মশাই আপনি যদি আমাদের কথায় বাঁধ্‌তে পারেন, তবে অস্ত্রের আবশ্যক কি?

দেব। আঃ পাপাত্মা! আমি তোর কি ক'রেছিলাম, যে তুই আমার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিলি। এই কি তোর বীরোচিত কর্ম্ম? এই কি তোর ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম? আমি তোকে ভাল ব'লে জান্‌তেম, পুত্রের ন্যায় স্নেহ কর্ত্তেম, তুই আমার সর্ব্বনাশ ক'রলি! পালিত কাল ভুজঙ্গের ন্যায় বক্ষে দংশন ক'র্‌লি? আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি, তুই তাকে গুণ ক'রেছিস! যে একলা কখন দরজায় পা দিতনা, তার কি কখন এমন সাহস হতে পারে? (ভৃত্যবর্গের প্রতি) তোরা যে সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি—বাঁধ্‌না—ব্যাটাকে বাঁধ্‌নারে—নিয়ে চল্‌ বেটাকে কারাগারে নিয়ে চল।

ভীম। বাঁধ্‌তে হবেনা, আমি আপনিই যাচ্চি—কোথা যেতে হবে ব'লুন্‌। কিন্তু মহারাজ যে আমাকে আহ্বান করেছেন তার কি হবে?

চন্দ্র। হাঁ মশাই, মহারাজ এক্ষণে এঁকে গুপ্ত সভাগৃহে আহ্বান করেছেন। আমি বিবেচনা করি, হয়ত রাজদূত আপনাকেও ডাক্‌তে গিয়েছে।

দেব। আচ্ছা বেস হ'য়েছে তবে এখন সকলে সেই খানেই চল—অদ্যই এর বিচার হবে—দোষ সামান্য নয়—মহারাজ অবশ্যই এর বিচার ক'রবেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সভাগৃহ।

রাজা ও সভাসদ্বর্গ আসীন।

রাজা। কোন বিষয়ই ঠিক জানা যাচ্ছে না—

১ সভা। আমি সংবাদ পেয়েছি, একশত সত্তর খানি রণতরী এদিকে আস্‌ছে।

২ সভা। আমি সংবাদ পেয়েছি, দুইশত খানি। সে যা হ'ক যদিও সংখ্যার স্থিরতা নাই, তথাপি এ নিশ্চয় যে, যবনেরা উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হ'চ্চে।

রাজা। দূত সংবাদ এনেছে যে তারা শীঘ্রই অবন্তি আক্রমণ ক'র্‌বে।

২ সভা। এই যে এঁরাও এসে উপস্থিত হলেন।

(দেবদাস, ভীমসিংহ, চন্দ্রনাথ, ভৈরবসিংহ ও শশী শেখরের প্রবেশ)

রাজা। সেনাপতি! তোমাকে শীঘ্রই যুদ্ধে যাত্রা ক'র্ত্তে হবে। যবনেরা অবন্তি আক্রমণের উদ্যোগ ক'রছে। (দেবদাসের প্রতি) আস্‌তে আজ্ঞা হয় মশাই! আমরা আপনার অপেক্ষায় র'য়েছি।

দেব। এ দাসও আপনার বিচার প্রার্থনায় এসেছে। হায়! আমার কপালে এই ছিল! আমার কুলগর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল—আমার মৃত্যু হ'লনা কেন?

রাজা। (সত্রাসে) কেন, কেন, কি হ'য়েছে? ব্যাপার কি?

দেব। হায়! স্বর্ণলতা! আমার কুললক্ষ্মী স্বর্ণলতা!! আমার এত যত্নের স্বর্ণলতা!!!

১ সভা। কি হ'য়েছে ? তার কোন অমঙ্গল ঘটে নাই ত ?

দেব। মহারাজ, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে !! আমার কুললক্ষ্মী স্বর্ণলতাকে গুণ ক'রেছে—হরণ ক'রেছে—আমার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিয়েছে !!!

রাজা। এত বড় স্পর্দ্ধা, মহাশয়ের কন্যাকে হরণ করে ! কে সে পাপাত্মা ? নিশ্চয়ই তার প্রাণ দণ্ড হবে ! এমন কি, আমার আত্মজও এ বিষয়ে ক্ষমা পাত্র নয়।

দেব। মহারাজ, সর্ব্বমঙ্গলা আপনার মঙ্গল করুন—রাজলক্ষ্মী অচলা থাকুন। মহারাজের ন্যায়বিচারে আমি যার পর নাই সুখী হ'লেম। মহারাজ, আপনার সেনাপতি এই ভীমসিংহ—এই যাদুকর আমার স্বর্ণলতাকে হরণ ক'রেছে।

সভা। আমরা শুনে দুঃখিত হ'লেম যে সেনাপতির এমন কাজ !

রাজা। ভীমসিংহ, তোমার এ বিষয়ে কিছু বল্‌বার আছে ?

দেব। ও আবার ব'ল্‌বে কি ?

ভীম।—

মহারাজ, অন্নদাতা, ধর্ম্ম-অবতার !
সত্য আমি হরিয়াছি, ইহাঁর দুহিতা।
সত্য আমি করিয়াছি বিবাহ তাহায়
যথা বেদ বিধি—এই মম অপরাধ।
জানিনা চাতুরি দেব ! বাক্যের কৌশল,
কর্ণবিমোহন চারু বিচিত্র বচন ;
আজীবন যুদ্ধব্রতে ব্রতী নরনাথ !
ভাষার লালিত্য আমি জানিব কেমনে ?
সপ্ত বর্ষ ত্যাগ করি সুখজন্মভূমি
পরিহরি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন

কেবল নিযুক্ত যুদ্ধে আছি এত দিন,
কাটায়েছি কাল শুধু সেনা সহবাসে ;
জানিনা এ পৃথিবীর কোন সমাচার
রণ বিনা, তবে আমি সংসারির মত
কেমনে করিব আত্মপক্ষ সমর্থন ?
যাহ'ক করুণা-কণা করি বিতরণ,
আমার বক্তব্য দেব শুনিয়া শ্রবণে,
করুন বিচার—কোন্ যাদু-বলে, কিম্বা
কোন্ দ্রব্য-গুণে, লভিয়াছি স্বর্ণলতা,
এক মাত্র প্রাণসমা তনয়া ইহাঁর।

দেব। মহারাজ! যে কন্যা আপনার ছায়া দেখে লজ্জিতা হয়, যে মূর্ত্তিমতী লজ্জা স্বরূপা ; সে কি কখন কুল মান, লোকলজ্জা, ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ ক'র্ত্তে পারে ? আমি নিশ্চয় ব'লতে পারি, আপনার সেনানী আমার কন্যাকে গুণ ক'রেছে। তা নইলে সে স্বজাতীয় সুন্দর যুবকদিগকে উপেক্ষা ক'রে এই কদাকার মারহাট্টাকে কেন অবলম্বন ক'র্ব্বে ?

রাজা। যে পর্য্যন্ত সেনাপতির বিপক্ষে অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, তত ক্ষণ কোন দণ্ড বিধানই হতে পারেনা। মহাশয়ের আর কোন প্রমাণ আছে ?

১ সভা। সেনাপতি, তুমি কি কোন অসৎ উপায়ে ইঁহার কন্যাকে বঞ্চনা ক'রে নিয়ে গেছ—না—সে যথার্থই তোমার গুণের পক্ষপাতিনী হয়ে তোমার অনুগামিনী হয়েছে ?

ভীম।—

আমার প্রার্থনা দেব ! আনাইয়া তায়,
তার নিজ মুখে এই সভার সমক্ষে,

শুনি সব বিবরণ, করি সুবিচার,
যে দণ্ড এ দাসে দেব দিবেন আপনি,
দণ্ডবৎ হ'য়ে তাহা করিব গ্রহণ।

রাজা। ভাল স্বর্ণলতাকে এখানে আনাও।

ভীম।—
ভৈরব! এখনি যাও, লয়ে এস তায়।

[ভৈরবের প্রস্থান।

যতক্ষণ স্বর্ণলতা না আসে এখানে,
ততক্ষণ নরপতি, অনুমতি হ'লে
যে কৌশলে, যাদুবলে, লভিয়াছি তায়
আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদি চরণে।

রাজা। আচ্ছা বল।

ভীম।—
পূজ্য-পাদ দেবদাস ধার্ম্মিক-প্রধান,
জিজ্ঞাসিয়া শুনিতেন, মহা কুতূহলে,
জীবন-কাহিনী মম, বাল্যকাল হ'তে—
কত যুদ্ধ, অবরোধ, ভাগ্য-বিপ্লবের
স্রোতে ভাসিয়াছি অবিরাম; কত কষ্ট,
বিপদ, সম্পদ, কত আহ্লাদ বিষাদ,—
করিয়াছি ভোগ, বার বার এই দেহে।
ভ্রমিয়াছি কত শত, কান্তার, প্রান্তর,
তৃণহীন, সিকতাসঞ্চিত মরুভূমি—
কত হইয়াছি পার, সদা-গতি যথা
সদা বহে, দহে জীবকুলে বহ্নি সম।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত, কালান্তক সম
কাল করাল কেশরী করেছি নিধন।
কত ভীমকায় যোদ্ধৃ-সহ যুঝিয়াছি।
সমুদায় বিবরণ করিয়া বর্ণন,
তুষিতাম শ্রোতৃগণে ভাসাতাম সবে,
অদ্ভুত বিস্ময় রসে—শোক দুঃখ স্রোতে।
কমল-কলিকা সমা কোমল-হৃদয়া
স্বর্ণলতা, সে সকল শুনি, মম দুঃখে,
করিতেন অশ্রুপাত দীর্ঘশ্বাস সহ
হ'য়ে বিষাদিনী। অবশেষে অবসর
বুঝি এক দিন, গোপনে আমারে বলে,
সরল হৃদয়ে সরল-হৃদয়া শশীমুখী—
কেন হায়! কেন তব জীবন কাহিনী
শুনেছিনু, তাই এবে হারানু হৃদয়;
চির দাসী হই তব ওহে বীর বর!
যদি তুমি, যদি কেহ প্রাণের বান্ধব
থাকে তব এ জগতে, ভাল বাসে যেবা
আমারে অন্তরে সদা, শিখাও তাহারে
মানস মোহিনী তব জীবনী বলিতে
তোমার সমান, এই পাগলিনী কানে,
বাঁধি মোরে আজীবন পরিণয় পাশে।

(স্বর্ণলতা ও ভৈরবের প্রবেশ)

দেব। মহারাজ! এই স্বর্ণলতা উপস্থিত। আপনি জিজ্ঞাসা করুন-
(স্বর্ণলতার প্রতি) এস মা এস! ভয় নাই, সব কথা খুলে বল।

স্বর্ণ। পিতা আমায় ক্ষমা করুন, আমার বল্‌বার আর কিছুই নাই। আপনি আমার জনক, প্রতিপালক, পরম গুরু। কিন্তু এক্ষণে ইনি আমার স্বামী, আমার রক্ষক—আপনারা উভয়েই আমার পরম গুরু। আমার মাতা আপনার প্রতি যেমন ভক্তিমতী ছিলেন; এক্ষণে ইঁহার প্রতি তদ্রূপ শ্রদ্ধা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেব। আর কথায় কাজ নাই। মহারাজ! আমার মনে আশা ছিল যে, এই এক মাত্র কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ ক'রে—তাকেই উত্তরাধিকারী ক'রে সুখী হব, কিন্তু আমার অদৃষ্টে যা ছিল—তা ঘট্‌লো—এমন কন্যা হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই ভাল। ভীমসিংহ, আমি এখণ তোমাকে অনিচ্ছায় স্বর্ণলতা সমর্পণ ক'রলেম—দে'খ যেন তোমার প্রতি ও অবিশ্বাসিনী না হয়।

রাজা। তা বেস হ'য়েছে—মহাশয়, আর দুঃখ ক'রবেন না—স্ত্রীলোকেরা মনোমত স্বামীকে বরণ করে—এ অতি সুখের বিষয়। সেনাপতিও স্বর্ণলতার অযোগ্য পাত্র নয়—আর আপনার মত লোকের রূপ অপেক্ষা গুণের প্রতিই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

১ম সভা। দেখ ভীমসিংহ, অবন্তির শাসন কর্ত্তা রণকুশল ও সুদক্ষ বটে, তথাপি তোমাকে মোগলদিগের আক্রমণের প্রতিবিধানের নিমিত্ত তথায় গমন ক'র্ত্তে হবে।

রাজা। হাঁ, আজই তুমি যাত্রা কর।

ভীম। আপনার আদেশ আমার শীরোধার্য্য, সমর শয্যা আমার সকল শয্যা অপেক্ষা সুকোমল—কিন্তু স্বর্ণলতাকে কোথা রেখে যাই।

রাজা। কেন, তোমার অনুমতি হ'লে স্বর্ণলতা পিতৃ-গৃহেই অবস্থান ক'রতে পারে।

দেব। না মহারাজ, আমি রাখ্‌ব'না।

ভীম। আমিও রেখে যেতে ইচ্ছা করিনা।

স্বর্ণ। আমারও থাক্‌তে ইচ্ছা নাই, কেমনা—আমায় দেখে পিতার ক্রোধ, শোক, বিরক্তি আরও বৃদ্ধি হ'তে পারে; অনুমতি হ'লে আমিও সেখানে যাই।

ভীম। মহারাজ, স্বর্ণলতার অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনি এরূপ বিবেচনা ক'রবেন না যে, উনি আমার সঙ্গে থাকলে, এ দাস কর্ত্তব্য-সাধনে অবহেলা ক'র্ব্বে।

রাজা। যা ভাল বিবেচনা কর, তাই ক'রো। কিন্তু অদ্যই যেন অবন্তি যাত্রা করা হয়। (দেবদাসের প্রতি) মহাশয়, আপনার জামাতা অনেক গুণে গুণী, পুরুষের রূপ অপেক্ষা গুণই বিশেষ আদরণীয়।

[রাজা ও সভাসদ্বর্গের প্রস্থান।

দেব। (ভীমসিংহের প্রতি) স্বর্ণলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখো, আমায় বঞ্চনা ক'রেছে, দে'খ যেন তোমায়ও বঞ্চনা না করে। আজ বিনামূল্যে যে হার হৃদয়ে ধারণ ক'রলে, দেখ যেন কাল-ভুজঙ্গিনী হ'য়ে সে তোমার প্রাণ বিনাশ না করে।

[দেবদাসের প্রস্থান।

ভীম। ভৈরব? আমি এখন স্বর্ণলতাকে রেখে অবন্তিতে যাব; তুমি এর পর সুবিধা মত একে লয়ে যেও, দেখো যেন কোন কষ্ট হয় না। তোমার স্ত্রী এঁর প্রিয় সখী—এরা একত্রে থাকতে ভাল বাসেন—অতএব তাঁকেও লয়ে যেও। (স্বর্ণলতার প্রতি) এস প্রিয়ে এখন আমরা যাই—শীঘ্রই আমাকে বিদায় হ'তে হবে।

[ভীমসিংহ ও স্বর্ণলতার প্রস্থান।

শশী। ভৈরব!

ভৈরব। কি ব'লছো।

শশী। এখন আমি কি করি?

ভৈরব। কেন বাড়ী গিয়ে সুখে নিদ্রা দাও।

শশী। না—না—তা হবেনা, আমার এত দিনের আশা, ভরসা সব গেল। এখন আর বেঁচে সুখ কি? আমি জলে ডুবে মর্ব্বো।

ভৈরব। সে কি হে? ডুবে মর্ত্তে যাবে কেন বল?

শশী। যম যখন বৈদ্য হয়, তখন মরণের ব্যবস্থাই হ'য়ে থাকে।

ভৈরব। সে কিহে, তুমি পাগল হ'লে নাকি? এই চার সাত্তে আটাশ বৎসর তোমার বয়স হ'লো, তোমার কি ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা নাই? আপনার অপেক্ষা প্রিয়তর কে আছে হে? একটা মেয়ে মানুষের জন্য অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রবে। বানরের মত বুদ্ধি না হ'লে, কে আর ময়ূরের বদলে কাক নিতে চায় বল?

শশী। আমার আর উপায় নাই। কি ক'রবো? যদিও স্বর্ণলতাকে ভাল বাসি বটে, কিন্তু তাদের প্রণয় ভঙ্গ ক'রলে ধর্ম্ম থাকবে না।

ভৈরব। হাঃ হাঃ ধর্ম্ম আবার কি হে? এ-যে-শরীরটা দেখ্‌ছ দাদা, এ কিছুই নয়; আর মনেও যে কিছু থাকে তা প্রাণান্তেও বিশ্বাস ক'রোনা। এখন যত দিন বাঁচ মনের সাধে হেঁসে খেলে নাও। একটা সামান্য মেয়ে মানুষের জন্যে ম'র্ত্তে যাবে? ছি ছি ও কথা মুখে এননা।

শশী। কিন্তু ভাই যা বল এমন আর হবেনা।

ভৈরব। আমার কথা শোন, এখন এমন একটা দাড়ী তয়ের কর, যা প'রলে অন্যে চিনতে না পারে; এমন কি যাদের সঙ্গে সর্ব্বদা কথা বার্ত্তা কও তারাও দেখ্‌লে বিদেশী মনে করে। আর কিছু টাকা নাও। বুঝ্‌লে? বেশী ক'রে টাকা নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল। আমি তোমার সহায় থাক্‌বো কোন চিন্তা নাই। টাকা গোটাকত বেশী ক'রে নিও তা হলেই সব হবে বুঝ্‌লে? স্বর্ণলতা কদিন তাকে ভাল বাস্‌বে? সে বেটা কুৎসিৎ, অসভ্য। তার উপর কখন অমন সুন্দরীর মন বস্‌তে পারে? মারহাট্টার মন অত্যন্ত চঞ্চল—আজ তার মুখে যা মধুর মত মিষ্টি লাগ্‌ছে, কাল তাই আবার তার মুখে চিরতার মত তেতো লাগবে। কিছু বেশী ক'রে টাকা নিও, বুঝ্‌লে? টাকায় কি না হয়? মর্ত্তে যাবে কেন। আমি নিশ্চয় ব'লছি তুমি তাকে পাবে,—আত্মহত্যা ক'র্‌তে যাবে কেন? তার সঙ্গে ফাঁসি যাও সেও ভাল তবু একলা নয়। চেষ্টা ক'র্‌লে কি না হয়?—সাধ্যমত চেষ্টা কর তার পর যা হ'ক্‌।

শশী। হাঁ হাঁ বেস ব'লেছ—তোমার পরামর্শ মতেই চ'লবো—এরই মধ্যে হতাশ হব কেন?

ভৈরব। হাঁ, এখন মানুষের মত কথা কচ্চ। আমি তোমাকে বার

বার ব'লেছি, এখনও ব'লছি যে সেনাপতিকে আমি বড় ঘৃণা করি। তোমার ও সে সামান্য শত্রু নয়। তোমার মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছে— এখন তুমি যদি তার স্বর্ণলতাকে এক দিনের তরে ও লাভ ক'রতে পার, তা হ'লে তোমারও আশা পূর্ণ হয়—আমারও শোধ লওয়া হয়। এখন বিদায় হও, কাল সকালে একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।

শশী। হাঁ, তবে এখন আসি।

ভৈরব। হাঁ, এস। টাকা সংগ্রহ করগে। আর ডুবে মরবার নাম মুখেও এননা।——

[শশীর প্রস্থান।

(স্বগত) হুঁঃ, একে যোগাড় করাতে আমার অনেক সাহায্য হবে। বেস হ'ল, এইবার সেনাপতির সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হ'লো। বেটা আমায় কর্ম্ম না দিয়ে, দিলে কি না চন্দ্রনাথকে! থাক বেটা তোমার অন্নে ধুল দিয়ে তবে আমার আর কাজ। হাঁ চন্দ্রনাথ, ঠিক হ'য়েছে, চন্দ্রনাথ পরম সুন্দর—সেই আমার ব্রহ্মাস্ত্র। সেনাপতির কানে কোন সুযোগে তুলে দেব যে, স্বর্ণলতা তার সংসর্গে ভ্রষ্টা। বেটার স্থূল-বুদ্ধি, আমার কথা কখনই অবিশ্বাস ক'রবেনা। আমিও তাকে নাকে দড়ি দিয়ে যি দিকে ইচ্ছা চালাব।—বেস হয়েছে, এই রকমই ক'রতে হবে— আমার ক'রবেন কি?

যে জন অন্ধকারে কার্য্য সারে।
তার কেবা কি ক'র্ত্তে পারে?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অবন্তি নগর বন্দরের পুরোভাগ।

ধর্ম্মদাস ও দুই জন নাগরিকের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। মহাশয় এঁদের আগমন বিষয়ে কিরূপ অনুমান করেন?

১ না। কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছিনা, এত বিলম্বের কারণ কি? দূত মুখে শুনে এসেছে যে সেনাপতি মহাশয় সেই রাত্রেই তরণী আরোহণ করেছেন।

২ না। উঃ! কাল কি ভয়ানক ঝড়ই হ'য়েছিল; স্মরণ ক'রলে হৃৎকম্প হয়! সমুদ্রের জল যেন আকাশকে চুম্বন ক'ত্তে উঠেছিল। সে উত্তাল তরঙ্গ দেখলে কি আর তরণীতে উঠ্‌তে সাহস হয়?

১ না। বোধ হয় সেই ঝঞ্ঝাই এঁদের বিলম্বের কারণ।

২ না। শুন্‌লেম যবনেরা না কি এই দিকেই অগ্রসর হ'চ্ছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে ত তাঁদের বিষম বিভ্রাট।

(তৃতীয় নাগরিকের প্রবেশ)

৩ না। মহাশয় বড় সুসমাচার; শুনে আহ্লাদিত হবেন!

১ না। কি সংবাদ হে?

২ না। কি কি ব্যাপার কি?

৩ না। যবনদের তরী গুলো একেবারে ধ্বংশ হ'য়ে গেছে। তারা এখন অগত্যা যুদ্ধের আশা ত্যাগ ক'রে ফিরে চলেছে।

ধর্ম্ম। এ সকল কথা সত্য তার প্রমাণ কি? আপনি কোথা থেকে শুন্‌লেন।

৩না। মহাশয়! সেনাপতির সহকারী চন্দ্রনাথ এই মাত্র এসে উপস্থিত হ'লেন; আমি তাঁরই কাছ থেকে এ সকল সংবাদ লয়ে আস্‌ছি। সেনাপতি মহাশয় এখনও পৌঁছান নাই।

ধর্ম্ম। বেশ বেশ শুনে যার পর নাই সুখী হ'লেম। সেনাপতি মহাশয় অতিশয় উদার লোক।

৩না। সহকারী মহাশয় যবনদের প্রতিগমন সংবাদ দানে যেমন আহ্লাদ প্রকাশ কল্লেন; আবার পাছে সেনাপতি মহাশয়ের কোন বিপদ ঘটে, তজ্জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ কর্ত্তে লাগ্‌লেন।

ধর্ম্ম। চলুন আমরা সমুদ্রতীরে যাই। তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে লয়ে আসি। বোধ করি সেনাপতি মহাশয় শীঘ্রই উপস্থিত হবেন।

৩না। চলুন——

(চন্দ্রনাথের প্রবেশ)

চন্দ্র। নমস্কার!

সকলে। নমস্কার!—আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

চন্দ্র। আপনারা সকলে ভাল আছেন তো।

ধর্ম্ম। আজ্ঞা হাঁ আপনাদের মঙ্গল তো।

চন্দ্র। হাঁ এখন ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে সেনাপতি মহাশয় নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলেই নিশ্চিন্ত হই।

ধর্ম্ম। ঈশ্বর করুন তিনি যেন নির্ব্বিঘ্নে এখানে পৌঁছেন। হাঁ মহাশয় তাঁর নাকি সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে?

চন্দ্র। আজ্ঞা হ্যাঁ। তিনি মহামান্য ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দেবদাসের কন্যা স্বর্ণলতাকে বিবাহ ক'রেছেন। মনোমত পত্নী লাভ হ'লে এই সংসারে স্বর্গ সুখ ভোগ হয়। আর অপ্রিয়বাদিনী কুৎসিতা রমণী এই সুখময় সংসারকে বিষময় করিয়া তোলে। সেনাপতির ভাগ্য শশী সম্পূর্ণ সানুকূল। স্বর্ণলতার বর্ণ যেমন মনোহর, অঙ্গ সৌষ্টব যেমন সুন্দর মূর্ত্তি যেমন নয়ন-রঞ্জিনী, চরিত্র ও তদনুরূপ সুন্দর, প্রীতিকর। এরূপ সাবিত্রীর ন্যায় পতিব্রতা, দময়ন্তীর ন্যায় ভক্তিমতী, সীতার ন্যায় সমদুঃখিনী প্রণয়িনী জগতে নিতান্ত দুর্লভ।

ধর্ম্ম। সেনাপতি মহাশয় স্বর্ণলতাকে লাভ করেছেন, ইহা অতি সুখের বিষয়। শুনে যার পর নাই সুখী হ'লেম। আমাদের এখানে তজ্জন্য আনন্দ উৎসব হওয়া আবশ্যক। আপনি এখন বিশ্রাম করুন আমি শীঘ্রই আস্‌ছি।

[ধর্ম্মদাসের প্রস্থান।

চন্দ্র। যে আজ্ঞা। (স্বগত) কৈ এঁরা এখনও আস্‌ছেন না।—এ কারা আস্‌ছে?—আসুন দেবী! প্রণাম হই, নৌকায়ত কোন কষ্ট হয় নাই।

(স্বর্ণলতা, ভৈরবসিংহ ও সরমার প্রবেশ)

স্বর্ণ। না চন্দ্রনাথ, ভৈরব আমাদিগকে বেশ সুখে এনেছে। কৈ সেনাপতি কোথা?

চন্দ্র। তিনি এখন ও পৌঁছান নাই। শীঘ্রই উপস্থিত হবেন; কোন চিন্তা নাই।

স্বর্ণ। সে কি? তিনি এখনও আসেন্‌নি! তোমরাত একত্রে আস্‌ছিলে?

চন্দ্র। আজ্ঞে না, আমি অগ্রে যাত্রা করি। (নেপথ্যে ভেরী ধ্বনি) এই যে আবার ভেরী ধ্বনি হ'চ্ছে, বোধ হয় আমাদের কেউ এলো। সরমে তুমি এমন নীরব হ'য়ে ব'সে রয়েছ কেন?

ভৈরব। উনি দিনের বেলা পুরুষের সঙ্গে কথা কন না।

চন্দ্র। তবেত গুণ অনেক।

ভৈরব। ওঁদের আবার গুণ অনেক নয়! ভগবান দশ অবতারে দশ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ছিলেন, কিন্তু ওঁরা এক নারী অবতারেই নানা মূর্ত্তি ধারণ করেন। ওঁরা রান্নাঘরের বিড়াল। বাসর ঘরে বেশ্যা। টাকা দেখলেই গিন্নি। দোষ কল্লেই তপস্বিনী।

স্বর্ণ। চুপ কর। আর স্ত্রী নিন্দা কর্ত্তে হবেনা।

ভৈরব। হাঁ দেবি চুপ ক'রলেম, কিন্তু স্ত্রীলোকের রুচিটী বড় ভাল নয়।

চন্দ্র। কেন? কিসে?

ভৈরব। তবে শুন্‌বেন?

স্বর্ণ। না না আর কাজ নাই, তুমি থাম।

চন্দ্র। দেবি! ভৈরবের অন্তর ভারি সরল কোন দোষ লবেন্ না।

স্বর্ণ। না, ভৈরব বেশ আমুদে লোক ওর কথা বার্ত্তা বেশ, তবে আমার মন নাকি উদ্বিগ্ন আছে, তাই কিছুই ভাল লাগ্‌ছেনা।

চন্দ্র। দেবি! আমাদের আসবার পূর্ব্বে উদ্যানপাল আমাদের শুশ্রূষার জন্য এই ফুল গুলি রেখে গেছে গ্রহণ করুন। (পুষ্প প্রদান)

ভৈরব। (স্বগত) চুপি চুপি কি বলে হাতে ফুল দিলে, হুঁ হ'য়েছে। এই সামান্য সূত্রে—এই সামান্য মাকড়্‌সার জালে, যদি চন্দ্রনাথের মত এত বড় একটা মাছিকে না বাঁধ্‌তে পারি, তবে চাতুরী কি? বুদ্ধিই বা কি? হাঁসি আবার হাঁসি। (নেপথ্যে জয়ধ্বনি) (ভৈরব সত্রাসে) বোধ হয় সেনাপতি এসেছেন তাই এত জয়ধ্বনি——

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। স্বর্ণলতা!

স্বর্ণ। নাথ!

ভীম। বিরহ, মিলনে পরিণত হ'লে কেমন সুখকর। উৎকট তৃষ্ণার পর জল যেমন তৃপ্তিপ্রদ; দম্পতীর দীর্ঘ অদর্শনের পর মিলনও তেমনই সুখময়। প্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা! তোমায় না দেখে আমার মন যত আকুল হ'য়েছিল তোমায় দেখে ততোধিক প্রফুল্ল হ'ল।

স্বর্ণ। নাথ অধিনীর প্রতি চিরদিন এমনই অনুকূল থাকেন, এই আমার প্রার্থনা।

ভীম। প্রিয়ে! তোমার প্রণয় লাভ করে আমি যার পর নাই সুখী হ'য়েছি। আমার হৃদয়ে স্বর্গসুখ অনুভূত হ'য়েছে।

ভৈরব। (স্বগত) আর বড় দেরি নাই। ভৈরব তোমাদের সুখের পথে কাঁটা দেবে। তখন সুখ টের পাবে, বাবা মিটে প্রেম তেতো লাগ্‌বে।

ভীম। দেখ চন্দ্রনাথ! তুমি আজ আমাদের সঙ্গে থেক। চল প্রিয়ে এখন অন্তঃপুরে যাই। এ নগর অতি রমনীয় স্থান, এখানে আমার অনেক বন্ধু আছে। অধিবাসীরা আমাকে যথেষ্ট সম্মান করে। তুমি সকলেরই কাছে সম্যক্ সমাদর পাবে। দেখ ভৈরব! নৌকা হ'তে সমুদায় জিনিষ পত্র এনে দুর্গমধ্যে রাখ।

[চন্দ্রনাথ, ভীমসিংহ ও স্বর্ণলতার প্রস্থান।

ভৈরব। ওরে দেখ্, বাহিরে এক জন দাড়িওয়ালা লোক দাঁড়িয়ে আছে ডেকে নিয়ে আয় দেখি। (শশীশেখরের প্রবেশ) দেখ দেখ বড় মজা হ'য়েছে, এরি মধ্যে চন্দ্রনাথের সঙ্গে মজেছে।

শশী। সত্তি নাকি? না না এ মিথ্যা কথা আমি ত ও কথা বিশ্বাস করিনা।

ভৈরব। (ঠোঁটের উপর অঙ্গুলি দিয়া) যা বলি চুপ ক'রে শোন। আমার পরামর্শে চল্লে তোমার জয় জয় কার। নিশ্চয়ই স্বর্ণলতা লাভ হবে। ও বেটা মারহাট্টা, কুৎসিৎ, কদাকার, দেখলে লোকের ভয় হয়, ওর ওপর কখন স্বর্ণলতার মন বস্‌তে পারে? মেয়ে মানুষের মন নরম। পাঁচটা মিষ্ট কথা ক'য়ে ভুলিয়েছে বৈতনয়, সেত আর ওকে ভাল বাসেনা। আর বাস্‌বেই বা কেন? রূপ ধর, গুণ ধর, আচার ধর ব্যবহার ধর, কথা বার্ত্তায় ধর সেনাপতি কিছুতেই তার উপযুক্ত নয়। তুমি মনে কর ওদের প্রেমের ভারি আঁটাআঁটি। তা নয় দাদা তা নয়। কুমুদিনী অন্ধকারে ঠাওরাতে না পেরেই জলধরকে সুধাকর মনে ক'রে ছিল। এখন চাঁদ উঠেছে। চন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে। তোমার ভালই হয়েছে।

শশী। না, না, স্বর্ণলতা তেমন নয়, তার মন ভাল। সে কখন এমন কাজ ক'র্ব্বে না।

ভৈরব। ক'রেছে আবার ক'র্ব্বে না। না কর্‌বেই বা কেন? আমি চ'কে দেখেছি তারা চুপি চুপি কথা কয়, হাঁসে, ফুল দেয়। তুমি কি পাগল; ম'নে কর সুন্দরী হ'লেই সতী হয়। আমি এক পরামর্শ দিই

শোন। আজ রাত্রে চন্দ্রনাথ নগর রক্ষা ক'র্ব্বে। তুমি তারে রাগিয়ে দিয়ে যে কোন রকমে হ'ক একটা কাণ্ড বাঁধিও।

শশী। তাতে আমার লাভ কি হবে?

ভৈরব। আরে যা বলি তা কর, তার পর ফল দেখ্‌তে পাবে। সে ভারি বদরাগী লোক, রেগে তোমায় মার্‌তে যাবে, তুমি অমনি চেঁচিয়ে পাঁচ জন লোক জমিয়ে সরে প'ড়বে। তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই, আমি তোমার কাছেই থাকবো।

শশী। তোমার পরামর্শ অবশ্য মান'ব। কিন্তু দেখ, সব ফাঁকি না হয়।

ভৈরব। না, না, তার জন্য কোন চিন্তা নাই, এখন বিদায় হও। (শশী শেখরের প্রস্থান) চন্দ্র যে তাকে ভাল বাসে তাতে আর সন্দেহই নাই। আর সেও যে তাকে ভাল বাস্‌বে এত প'ড়েই রয়েছে। অমন কার্ত্তিকের ন্যায় সুন্দর পুরুষকে ছেড়ে, কে এমন কদাকার কুম্ভকর্ণকে নিতে চায়। আর সেনাপতি—সেনাপতি তাকে ভাল বাসে বটে—তাব জন্যে লালায়িত। স্বর্ণলতা তার জন্যে নয়। নিশ্চয়ই নয়। আর আমি? আমি কি স্বর্ণলতাকে ভাল বাসিনা? আচ্ছা আমি যদি স্বর্ণলতাকে ভাল বাসি তবে তার সর্ব্বনাশ করি কেন? না ক'র্‌বই বা কেন? আমি যে সুখে বঞ্চিত হয়েছি, কদাকার ভীমসিংহ সে সুখ ভোগ ক'রবে। প্রাণ থাক্‌তে তা দেখ্‌তে পার্‌বনা। ঐ পিশাচের জন্যই আমায় স্বর্ণলতায় বঞ্চিত হ'তে হ'ল। ওর সর্ব্বনাশ আমি ক'র্‌বোই ক'রবো। ও যদি না থাকৃত তা হলেত স্বর্ণলতা আমারই। ওই না আমার স্বর্ণলতাকে নিয়েছে। ভাব্‌লে সর্ব্বশরীর জ্বলে ওঠে। আমি সন্দেহ বিষে ওকে বিনাশ ক'র্‌বো। শশীটা আমার পবামর্শ মত চল্‌লেই ত আজ চন্দ্রনাথের মাথা খেয়েছি। আমার বুদ্ধি কি সামান্য। যাই এখন বেলাটা অধিক হ'য়েছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(রাজদূত ও নাগরিকদের প্রবেশ।)

(বাদ্যসহকারে রাজাদেশ প্রচার)

মহারাজ ভীমসিংহ সৈনিক প্রধান।
হয়েছেন উপনীত কালি এ নগরে
অবন্তি ভাসিল পুনঃ সুখ শান্তি জলে
ভানুর উদয়ে যথা ঘোর অন্ধকার
ভয়াকুল ম্লেচ্ছ সেনা করেছে প্রস্থান।
বিজয় উৎসব আজি করহে সকলে
দীপ মালা দ্বারে দ্বারে সন্ধ্যার সময়
সেনানী সম্মান হেতু করিবে স্থাপন;
পুষ্প মালা ধ্বজ দণ্ড প্রতি গৃহোপরে
রাখিবে যতনে সবে সুসজ্জিত করে।
নৃত্য গীত বাদ্য যার যাতে অভিলাষ
আনন্দে করিবে সবে পুরাইয়া আশ।
রাজদ্বারে নিমন্ত্রণ হ'ল সবাকার
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র নাহিক বিচার;
যার যাহা ইচ্ছা আসি করহ ভোজন
অনাহারে যেন নাহি থাকে কোন জন।
মঙ্গলা করুন তাঁর মঙ্গল বিধান,
আনন্দেতে গাও সবে তাঁর গুণ গান।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দুর্গস্থ দরদালান।

(ভীমসিংহ ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

ভীম। দেখ চন্দ্রনাথ! আজ তুমি নগর পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাক। আমোদে উন্মত্ত হয়ে যেন কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হয়।

চন্দ্র। ভৈরব সকল কার্য্য সুসম্পন্ন ক'র্ব্বে ; সে নিমিত্ত কোন চিন্তা নাই। আমিও তত্ত্বাবধারণ ক'রব।

ভীম। হাঁ ভৈরব সুদক্ষ বটে। আমি নিশ্চিন্ত রইলেম। কাল প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'র। এখন বিদায় হই।

(ভীমসিংহের প্রস্থান ও ভৈরবের প্রবেশ।)

চন্দ্র। এই যে ভৈরব এসেছ। বেশ হয়েছে; চল আমরা দুজনে নগরের চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ ক'রে আসি।

ভৈরব। আঃ মশাই তারি জন্যে এত ব্যস্ত হ'চ্ছেন? এখনও রাত্রি পাঁচদণ্ড হয় নাই এখনি কেন? সেনাপতি মহাশয় অন্তঃপুরে যাবেন বলেই আপনাকে এত শীঘ্র বিদায় দিলেন।

চন্দ্র। তাঁর স্ত্রী দিব্যলাবণ্যময়ী পরমাসুন্দরী।

ভৈরব। খুব রসিকাও বটে।

চন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ।

ভৈরব। তার চক্ষু দুটি দেখেছেন যেন সকলকে আহ্বান কচ্ছে।

চন্দ্র। তা বটে কিন্তু——

ভৈরব। মশাই! আজ আমোদের দিন—তাঁরা সুখে থাকুন— আসুন একটু সিদ্ধি খাওয়া যাক্। রাত জাগ্‌তে হবে।

চন্দ্র। না হে না, আজকে সিদ্ধি টিদ্ধি কিছু খাওয়া হবেনা। আমার ওসব সয়না, অল্পেতেই নেশা হয়।

ভৈরব। নেশা আবার কি? সহজে রাত্ জাগতে পারবেন, মনও

বেশ স্ফূর্ত্তিতে থাকবে, শরীর ও বেশ তাজা থাকবে ; কোন কষ্ট হবেনা, আসুন এক বাটী খান, অধিক না।

চন্দ্র। আমি এই মাত্র এক বাটী খেয়ে আস্‌ছি, তাতে আবার অনেক মিষ্টি দেওয়াছিল। তাই খেয়েই আমার গা ঘুরছে,—আর খাবনা।

ভৈরব। আঃ আমার অনুরোধ রাখুন, এইটু খান।

চন্দ্র। দাও খাই; কিন্তু আর না। (সিদ্ধি পান)

ভৈরব। (স্বগতঃ) আর এক বাটী খাওয়াতে পাল্লেই তোমার দফা রফা ক'রেছি। এতে ধুঁতুরার ফুল, টেঁড়ির রস, অনেক মশলা দেওয়া আছে। খেলে স্বয়ং শিবের নেশা হয়; মানুষত কোন ছার। এখন শশেটা পাল্লেই হয়। বেটা কি বোকা, কি নির্ব্বোধ, কি মূর্খ, মূর্খ না হলেই বা আমার জালে পড়্‌বে কেন ?—মনে করে স্বর্ণলতা তার—এই যে ধর্ম্মদাস আসছে। ওকেও কিছু খাইয়ে দেওয়া যাক—আরে কেহে ধর্ম্মদাস যে, এস এস। তবে ভাল আছত ?

(ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। আজ্ঞে যেমন দেখ্‌ছেন।

ভৈরব। হাঁ বস। একটু সিদ্ধি খাও। (সিদ্ধি প্রদান ও পান)

চন্দ্র। তাইত হে বড় গাটা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল যে। না খাওয়াই ভাল ছিল।

ভৈরব। (নৃত্য করিতে করিতে)

> ধন্য ধন্য সিদ্ধি দেবী নানা বুদ্ধি দায়িনী।
> দেব দেব মহাদেব জীর্ণা ঝুলি বাসিনী॥
> গাঞ্জা বৃক্ষ সমুৎপন্না বীরদল রঙ্গিনী।
> সর্ব্বযুগে ক্ষত্রকুল আজীবন সঙ্গিনী॥

চন্দ্র। বাঃ বাঃ কি মজার গান।

ভৈরব। না হবে কেন বাবা কেমন লোকের কাছে শেখা।

চন্দ্র। কার কাছে হে কার কাছে?

ভৈরব। বাবা শুন্‌লেই আক্কেল্ গুড়ুম্ হবে। তান্‌সানের মার নাম শুনেছ?

ধর্ম্ম। না। কি বল দেখি?

ভৈরব। গোয়ালিয়র। গোয়ালিয়র তান্‌সানের গর্ভধারিণী। আমি গোয়ালিয়রে এই গান শিখে এসেছি। সিদ্ধি দাও, খুব খাও, দেদার খাও।

চন্দ্র। মশাই খান্।

ধর্ম্ম। না, না, আপনি খান্। (ভৈরবের প্রতি) মহাশয় আর একটি গান করুন।

ভৈর। তবে শুনুন।

গীত।

ঘুমাও নলিনী মুদি সুচারু লোচন
দিন যায় দূর দেশে করিব গমন
পুনঃ লো প্রভাত হলে,
এই সরোবর জলে,
জাগাইব কর জালে, করি আলিঙ্গন।

চন্দ্র। বেস্ গান্ গাইলে যে হে।

ভৈরব। আবার শুন্‌বে?

চন্দ্র। আচ্ছা ভৈরব! তুমি বল্‌তে পার, তারা গুল কি?

ভৈরব। বাবা, তাও জাননা? ও সব চাঁদের গুঁড়, বিধাতা আকাশময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

চন্দ্র। ঠিক কথা বলেছ। রাত হয়েছে এখন যাওয়া যাক্।

[চন্দ্রনাথের প্রস্থান।

ভৈরব। আমাদের সহকারী মশাই বেস্ আমুদে লোক; কথায় কথায় হাঁসি, লোকের সঙ্গে বেশ মিষ্টালাপ করেন। দোষের মধ্যে কিছু বদ্‌রাগি।

ধর্ম্ম। হাঁ বেশ লোক বটে, আলাপ ক'রে সুখ আছে।

ভৈরব। মশাই কি এখন শয়ন কর্‌বেন? (নেপথ্যে গোলযোগ) একি? কিসের গোলযোগ?

(শশীশেখরকে মারিতে মারিতে চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

চন্দ্র। পাজি, তুই আমায় চিনিস্ না!

ধর্ম্ম। কি হ'য়েছে মশাই?

চন্দ্র। বেটা আমায় কাজ শেখাতে এসেছিস্ (প্রহার)

শশী। ওগো বাবাগো মেরে ফেল্লে গো, আমায় বাঁচাও, আমি মলুম। একি কীল বাপ্!

চন্দ্র। আবার কথা কচ্ছিস্, জুত মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব, জানিস্। (প্রহার)

শশী। আর মেরনা বাবা, আমি তোমার পায়ে পড়ি, আমার ঘাট হ'য়েছে। প্রাণান্তে আর আমি তোমাদের সঙ্গে লাগ্‌বোনা। আমায় ছেড়ে দাও, আমার ঘাট হয়েছে।

ধর্ম্ম। মশাই ছেড়ে দিন্, ভদ্রলোককে আর মারবেন্ না।

চন্দ্র। তুমি কে? তোমার কথায় কাজ কি? চুপ্‌রও।

ধর্ম্ম। কি তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা, আমায় অপমান্, পাজি নেশাখোর।

চন্দ্র। আমি নেশাখোর? তুই এত বড় কথা বলিস্। আয় তোকে আজ দুখানা ক'রে কাট্‌ব। (যুদ্ধ)

ভৈরব। যাও যাও, যত পার লোক জমাওগে। খুব একটা গোলযোগ করগে। (শশীশেখরের বেগে প্রস্থান ও গোলযোগ) আপনারা করেন কি? পাগল হ'য়েছেন নাকি? হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'ল—আজ একটা কাণ্ড ক'রবেন তবে ছাড়্‌বেন—ছিঃ ছিঃ আপনা

আপনি এমন কর্ম্মে আছে? উঃ মশাইরা ক্ষান্ত হ'ন ক্ষান্ত হ'ন। সেনাপতি মহাশয় আসছেন্।

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। তোমরা ক'রছ কি?

ধর্ম্ম। এইবার পাজী আয় দেখি।

ভৈরব। আপনারা অস্ত্রত্যাগ করুন, (ধর্ম্মদাসের প্রতি) সেনাপতি ব'লছেন অস্ত্রত্যাগ করুন। নিরস্ত হ'ন, তাঁর আদেশ অমান্য ক'রবেন না।

ভীম। দেখ, তোমাদের বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে, আমি বল্‌ছি এখনি অস্ত্রত্যাগ কর। কেন এ বিবাদ হ'ল! কে সূত্রপাত ক'রলে? ভৈরব! তুমি অসঙ্কোচে বল এ কার দোষ?

ভৈরব। দেব! কার দোষ আমি কিছুই জানিনা। এই ক্ষণ কাল পূর্ব্বে আমরা সকলে ব'সে মিষ্টালাপ ক'চ্ছিলাম, কেন যে অকস্মাৎ এঁদের মতিভ্রম হ'ল, কেন যে বিবাদ ক'রলেন কিছুই বল্‌তে পারিনা। কেবল——

ভীম। চন্দ্রনাথ! তোমার কি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমি তোমায় গুরুতর কর্ম্মের ভার দিলেম, তুমি এমন বালকের ন্যায় কার্য্য কেন ক'রলে?

চন্দ্র। প্রভো! আমায় ক্ষমা করুন। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ভীম। ছি ছি ধর্ম্মদাস! একি তোমার যোগ্য কাজ হ'লো, তুমি ভাল ব'লে, নগর শুদ্ধ লোকে তোমার প্রশংসা করে। এখন তুমি কি কাজ ক'রলে বল দেখি? সে যা হোক, এ বিবাদের সূত্র কি তা জান্‌তে চাই।

ধর্ম্ম। দেব! এই নরাধম আমায় সাংঘাতিক আঘাত ক'রেছে, আপনি ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করুন, সমস্ত অবগত হবেন। আমি আর কথা কইতে পারিনা; আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। দেব! আমার কোন

অপরাধ নাই, আত্ম রক্ষার জন্যই কেবল অস্ত্র ধ'রে ছিলাম। উঃ!

ভীম। তোমরা অত্যন্ত অন্যায় কাজ ক'রেছ। তোমরা কোন্ সাহসে এমন সময়ে নগরের যুদ্ধ ভয়, বিদ্রোহ ভয় জেনেও অসংকোচে বিবাদ ক'রলে। ভৈরব! সত্য ক'রে বল, কে এ বিবাদের মূল?

ধর্ম্ম। দেখ তুমি যদি চন্দ্রনাথের হ'য়ে অন্যায় সাক্ষ্য দাও, তা হ'লে তুমি ক্ষত্রিয় নও?

ভৈরব। দিব্যি দিতে হবেনা। জীব কেটে ফেল্লেও ভৈরব মিথ্যা কথা কবেনা। সত্য বই মিথ্যা কখনই আমার মুখে স্থান পায়না। আমাতে আর ধর্ম্মদাসেতে এখানে ব'সে গল্প ক'রছি, এমন সময়ে হঠাৎ ইনি একজন ভদ্রলোককে মার্‌তে মার্‌তে এদিকে নিয়ে এলেন। এঁর অপরাধের মধ্যে তার হ'য়ে দুই একটা কথা কয়েছিলেন। সুতরাং তাতেই ইনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে, এঁর সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ কর্‌লেন। সেও সুযোগ পেয়ে এদিকে সরে প'ড়্‌লো, আমি তার পেছুং ছুট্‌লেম, কিন্তু ধ'রতে পার্‌লেম না। অবশেষে ফিরে এসে দেখি ভয়ানক সংগ্রাম বেধে গিয়েছে। আমি নিবারণ কর্‌বার অনেক চেষ্টা ক'র্‌লেম, কিন্তু কেহই শুন্‌লেন না। তার পরেই আপনি এলেন। প্রভো! আমার প্রার্থনা এঁদের অপরাধ ক্ষমা করুন। রাগে মানুষের জ্ঞান থাকেনা। যে পালিয়েছে সেই ওঁকে রাগিয়ে দিয়ে গেছ্‌লো। তারি দোষ।

ভীম। চন্দ্রনাথ! আমার বিবেচনায় তুমিই সম্পুর্ণ দোষী। তোমায় অত্যন্ত ভাল বাসি ব'লে কর্ম্মচ্যুত করেই নিরস্ত হ'লেম। নচেৎ আরও গুরুতর দণ্ড দিতাম! (ধর্ম্মদাসের প্রতি) তুমি আঘাত পেয়েছ যাও এখন গৃহে যাও। এখনই চিকিৎসালয়ে সংবাদ পাঠাও।

[প্রস্থান।

ভৈরব। আপনি কি কোন আঘাত পেয়েছেন?

চন্দ্র। যে আঘাত পেয়েছি, তার আর ওষুধ নাই।

ভৈরব। ঈশ্বর করুন আপনি শীঘ্র আরাম হন।

চন্দ্র। কি কলঙ্ক! কি অখ্যাতি!! আমি কি নির্ব্বোধ, আজ সিদ্ধি

খেয়ে যশ মান সব খোয়ালেম্। আমার মান্ সম্ভ্রম সব গেল, হায় হায়! ধনে প্রাণে ম'লেম্। আমার মান গেল, আমার যশ গেল, আমার সব গেল!!

ভৈরব। মশাই মিথ্যা দুঃখ ক'রছেন। যশ মান গেছে তার জন্য ভাবনা কি? সেনাপতিকে সন্তুষ্ট কর্ত্তে পাল্লেই আবার সব পাবেন। তিনি আপনাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, স্নেহ করেন; কেবল লোক দেখানে কর্ম্মচ্যুত করেছেন, তার জন্য চিন্তা কি? লোকে কথায় বলে "ঝিকে মেরে বউকে শেখান" বাস্তবিকই কি আপনাকে কর্ম্মচ্যুত করেছেন; সে ভয় ক'রবেন না।

চন্দ্র। হায়! নেশাতেই আমার সর্ব্বনাশ ক'র্লে, সিদ্ধির ভিতর শত্রু ছিল, জান্‌লে কি আমি সিদ্ধি ছুঁতেম।

ভৈরব। আচ্ছা মশাই যাকে ধরে এনেছিলেন, সে লোকটা কে? চিন্‌তে পেরেছেন? করেছিল কি?

চন্দ্র। কে জানে কিছুই মনে হয় না।

ভৈরব। সেকি মশাই?

চন্দ্র। নেশা হ'লে কি মানুষের জ্ঞান থাকে, তা মনে থাক্‌বে। নেশা মাত্রই খারাপ। নির্ব্বোধেরাই নেশা করে, মুর্খেরাই নেশা করে।

ভৈরব। আমার পরামর্শ শুনুন। সেনাপতি আজ কাল বড় স্ত্রীর বশ। আপনি গিয়ে ধরুন্। তিনি আপনার প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন্। সেনাপতিকে ব'লে ক'য়ে আপনাকে কাজ দেওয়াবেন সন্দেহ নাই।

চন্দ্র। সেই ভাল। আমি কালই সকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবো।

ভৈরব। হাঁ খুব জিদ্ ক'রে ধরবেন। স্বর্ণলতা সদয়া হ'লে কোন চিন্তাই নাই।

চন্দ্র। আমি নিতান্ত মূর্খ, বোকা, নির্ব্বোধ, তাই আজ সিদ্ধি খেয়েছিলাম। এখন বিদায় হই। (পরস্পর অভিবাদন)

ভৈরব। (স্বগতঃ) যে নিজে আপনাকে বোকা বলে, সে বোকা

নয়ত কি? আমার পাপ কি আমি ভাল পরামর্শ দিলাম। কার্য্যগতিকে যদি মন্দ হয়, তার জন্যে আমি দোষী নই। আরে শশী যে। এস এস।

(শশীশেখরের পুনঃ প্রবেশ।)

শশী। আর না, নাকে কানে খত এই শেষ। স্বর্ণলতা প্রেমের ঘানিগাছ, আমি তার চোক বাঁধা বলদ্ আর তুমি তার কলু। আমি এত দিন অন্ধকারে তার চারিদিকে ঘুরেই মলুম। লাভের মধ্যে টাকা কড়ি সব গেল। আর আজ উত্তম মধ্যম প্রহার ও পেয়েছি। এখন বেশ চৈতন্য হয়েছে। প্রাণটা নিয়ে ভালয় ভালয় দেশে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি।

ভৈরব। পৃথিবীতে যাদের ধৈর্য্য নাই, তাদের কোন সুখই হবেনা। তোমার মত নির্ব্বোধত কোথাও দেখিনি; তুমি ঘা কত মার খেয়েছ বৈত না কিন্তু চন্দ্রনাথের যে কাজ গেল। সে যে ধনে প্রাণে ম'লো। কষ্ট না ক'ল্লে কি ইষ্ট সাধন হয়? এত মন্ত্রে হ'চ্ছেনা যে চোকের পাতা না ফেল্‌তে ফেল্‌তেই সব ফর্‌সা হবে। "সবুরে ম্যাওয়া ফলে" জানত। অত উতলা হ'লে চল্‌বেনা। সকল দিক নষ্ট হবে।

প্রেম সাগরে ধৈর্য্য তরি সুখে বয়ে যায়।
ডুব্‌লে তরি প্রেম কাণ্ডারী হাবু ডুবু খায়॥

তুমি যে চঞ্চল হয়েছ দেখ্‌ছি সব মাটি ক'রলে, যাও, এখন বাসায় যাও, তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা ব'লব; এখন এস ভোর হ'য়েছে। (বিরক্ত ভাবে শশীর প্রস্থান) আর কি সব ঠিক হ'য়েছে। কাল চন্দ্রনাথ স্বর্ণলতার কাছে যাবে; আমিও সেনাপতিকে নিয়ে গিয়ে দেখাব। তার কাণে——

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দুর্গ—পুরোভাগ।

(স্বর্ণলতা, চন্দ্রনাথ ও সরমার প্রবেশ।)

স্বর্ণ। তার জন্য কোন চিন্তা নাই, আমার যথা সাধ্য তোমার হয়ে ব'ল্‌ব।

সর। হ্যাঁ সখি যাতে এঁর ভাল হয় তাই কর। আমার স্বামী এঁর কাজ যাওয়াতে ভারি দুঃখিত হয়েছেন। এমন কি লোকের নিজের কাজ গেলেও অত দুঃখিত হয় না।

স্বর্ণ। ভৈরবের হৃদয় বেশ সরল। অমন লোক প্রায়ই দেখা যায় না।

চন্দ্র। দেবি, আমার কথা যেন মনে থাকে, ভুল্‌বেন না।

স্বর্ণ। না, না, তোমার কর্ম্ম যাবে না ভয় নাই।

চন্দ্র। আপনার অনুগ্রহ থাক্‌লে আমার সব কাজ হবে; এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

সর। সখি! সেনাপতি আস্‌ছেন।

চন্দ্র। আমি তবে এখন বিদায় হই।

স্বর্ণ। না না যাবে কেন? দাঁড়াও না, আমি এখনি ব'ল্‌ছি।

চন্দ্র। না দেবি, আমি ওঁর কাছে মুখ দেখাতে পার'বোনা। আমার লজ্জা ক'রছে। আমি চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

(ভৈরব ও ভীমসিংহের প্রবেশ।)

স্বর্ণ। তবে এস।

ভৈরব। উহুঁঃ। এত বড় ভাল কথা নয়।

ভীম। কি ব'ল্‌ছ ভৈরব।

ভৈরব। আজ্ঞে না কিছু না।

ভীম। কিছু নয় কি? কি ব'ল্‌ছিলে বল।

ভৈরব। ও চন্দ্রনাথ গেল না?

ভীম। হাঁত, তা কি হ'য়েছে?

ভৈরব। তবে চন্দ্রনাথ বটে।

স্বর্ণ। দেখুন! চন্দ্রনাথ এই মাত্র এখানে এসেছিল, আপনি তারে কর্ম্মচ্যুত করেছেন ব'লে, সে ভারি দুঃখিত হ'য়েছে।

ভীম। সেই জন্যই কি সে এখানে এসেছিল?

স্বর্ণ। এখম তাকে ডাক্‌তে পাঠাব।

ভীম। এখন থাক্‌।

স্বর্ণ। তবে যেন শীঘ্রই আবার তাকে কর্ম্ম দেওয়া হয়।

ভীম। তুমি যখন প্রসন্ন হ'য়েছ, তখন তার আর ভাবনা কি?

স্বর্ণ। তবে কাল তাকে নিমন্ত্রণ করা যাক্‌। কেমন?

ভীম। কাল আমার স্থানান্তরে যাবার আবশ্যক আছে।

স্বর্ণ। ভাল কাল না হয়, পরশ্ব দিন সন্ধ্যাকালে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রলেত হয়। নাথ! তার দোষ সামান্য, আমার অনুরোধ আপনাকে রাখ্‌তেই হবে।

ভীম। তুমি অত উতলা হচ্ছ কেন? এখন উদ্যানে যাও, আমি কিঞ্চিৎ বিলম্বে যাচ্চি।

স্বর্ণ। চল সখি তবে আমরা যাই চল। নাথ! শীঘ্রই আস্‌বেন।

[স্বর্ণলতা ও সরমার প্রস্থান।

ভৈরব। বীরবর!

ভীম। কি ব'লচো?

ভৈরব। চন্দ্রনাথ আপনার সঙ্গে কি দেবদাসের বাটীতে যেত?

ভীম। হাঁ যেত, তা সে কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ কেন?

ভৈরব। আজ্ঞে না। এমন কিছু নয়। আমার মনে একটা এল তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলেম্‌।

ভীম। হঠাৎ তোমার মনে এ চিন্তা উদয় হ'ল কেন ?

ভৈরব। আমি মনে ক'রেছিলাম দেবির সঙ্গে তার পরিচয় নাই।

ভীম। পরিচয় আছে বৈকি।

ভৈরব। অ্যাঁ তবে পূর্ব্বে আলাপ ছিল, তাইত বলি।

ভীম। কেন কেন, তা কি হয়েছে বল, চন্দ্রনাথের চরিত্র কি মন্দ ?

ভৈরব। মন্দ নয় ?

ভীম। মন্দ ?

ভৈরব। আমি জানিনা।

ভীম। ভাল, তোমার কি বোধ হয় ?

ভৈরব। আমার কি বোধ হয়!

ভীম। (স্বগতঃ) "বোধ হয়" এই পুনরুক্তিই আমার সন্দেহের মূল। নিশ্চয় একিছু জানে, গোপন কচ্ছে। তা না হ'লে আমার কথায় সিউরে উঠ্‌বে কেন ? বুঝেছি স্বর্ণলতা——

ভৈরব। বীরবর! অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

ভীম। আর আমায় সন্দেহ অনলে দগ্ধ ক'বনা।

ভৈরব। আজ্ঞে আমি কিছুই জানিনা।

ভীম। তুমি অজ্ঞান নও, বালক নও, তবে কেন সত্য কথা ব'লতে ভয় পাচ্ছ ? কুচিন্তা কুকথা ব'লতে দোষ কি ?

ভৈরব। না চন্দ্রনাথ বেশ লোক।

ভীম। তাকেত আমি ভাল ব'লেই জানতেম্। এদিকেত বেশ ভদ্র লোকের মত দেখ্‌তে নম্র।

ভৈরব। হুঁ! মাকাল ফল।

ভীম। কেন ?

ভৈরব। মশাই মানুষ চেনা বড় সহজ নয়!

ভীম। ভৈরব! তুমিত কখনই আমার আদেশ লঙ্ঘন করনি, তবে আজ সব কথা খুলে ব'লতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন ?

ভৈরব। দেব! সোণাতে ও খাদ থাকে, মিষ্ট ফলেও পোকা ধরে। আমার পাপ চিন্তা আমার মনে থাক; আপনার জেনে লাভ কি ?

ভীম। না আমি জান্‌ব, তুমি বল, তোমার ব'লতে ক্ষতি কি?

ভৈরব। না বীরবর আমায় ক্ষমা করুন্। আমি তা প্রাণান্তেও ব'লতে পারব'না। সে কথা শুন্‌লে আপনকার সুখ শান্তি জন্মের মত চলে যাবে!

ভীম। আঃ! না ভৈরব তোমায় ব'লতেই হবে। তুমি এখনি বল, আর আমার কথা ঠেলনা।

ভৈরব। যার চুরি যায়, সে যদি না জান্‌তে পারে, তা হ'লে কেমন সুখে থাকে। না জানাই ভাল।

ভীম। উঃ সন্দেহ কি যন্ত্রণা।

ভৈরব। কুলটার পতি অন্ধ হ'লেই ভাল।

ভীম। উঃ অসহ্য।

ভৈরব। যে স্ত্রীকে সন্দেহ করে, অথচ ভাল বাসে, তারমত হতভাগা আর জগতে নাই। মহাশয় সাবধান, সন্দেহ কালসর্পকে যেন হৃদয়ে স্থান না দেন। জগদীশ! জগতে সন্দেহ রোগ যেন কারো না জন্মায়।

ভীম। ভৈরব! আর কেন তুমি সব খুলে ব'ল, আমি চিররোগী হ'য়ে জীবন-যাপন ক'রবোনা। যখনি রোগ নির্ণয় হবে, তখনি তার প্রতিকার ক'রবো। তুমি যা জান বল; আর বিলম্ব ক'রোনা। সত্য বটে সন্দেহ উৎকট রোগ, উৎকট রোগের উৎকট ঔষধ ও আছে।

ভৈরব। এখন আমি আপনার বীরোচিত কথা শুনে আহ্লাদিত হ'লেম। উঃ স্ত্রী জাতির স্বভাব কি কদর্য্য! ঈশ্বর সমক্ষে তাহারা অবলীলাক্রমে যে সকল ব্যাপার সমাধা করে, স্বামীর নিকট সে সকল বিষয় উল্লেখ করিতেও সাহস করে না। ব্যভিচার না করা নয়, ব্যভিচার গোপন করাই তাহাদের সতীত্ব।

ভীম। যথার্থ ব'লেছ।

ভৈরব। মহাশয়! যে আবাল বন্ধু জন্মদাতা পিতাকে বঞ্চনা ক'রেছে, সে যে আপনাকে বঞ্চনা ক'রবে, তার আর বিচিত্র কি?

ভীম। তবে সে কি আর প্রতারণা ক'রতে বাকি রেখেছে! কে বলে নারির হৃদয় কোমল? যে বলে সে মুর্খ, সে নির্ব্বোধ!

ভৈরব। মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি ব'লেই এত কথা ব'ল্লেম।

ভীম। আমি যাবজ্জীবন তোমার ঋণে আবদ্ধ রইলেম।

ভৈরব। আজ্ঞে এ দাস চিরদিনই আপনার পদানত।

ভীম। (স্বগত) হায়! কেন আমি বিবাহ করেছিলাম। বোধ হয় এ আরো জানে। (প্রকাশ্যে) এখন তুমি যাও এর পর যদি কিছু জান্তে পার, আমায় জানিও।

ভৈরব। দেব! আর এ বিষয় আন্দোলন ক'রবেন না, আমি বলি চন্দ্রনাথকে যদি পুনরায় কার্য্য দেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করেন; (আর কেন? সেও কার্য্যকুশল বটে) তথাপি তাকে পুনরায় পদাভিষিক্ত ক'রতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ক'রবেন্।

ভীম। কেন বল দেখি?

ভৈরব। আজ্ঞে হাঁ, একথা বল্‌বার একটু তাৎপর্য্য আছে। দেবি যত আপনাকে তার নিমিত্ত অনুরোধ ক'রবেন্, ততই চন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ পাবে। আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রবেন, যা ভেবেছিলাম, আপনার অনুরোধে সকলই ব'লল্যম। এখন আসি।

ভীম। না, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। এখন যাও আমি কিছুক্ষণ নির্জ্জনে থাক'ব।

ভৈরব। যে আজ্ঞা চ'ললেম।

[ভৈরবের প্রস্থান।

ভীম। (স্বগত) ভৈরবের স্বভাব মন্দ নয়, যা ব'ল্লে সকলই যুক্তি সঙ্গত, সকলই সম্ভব। হায় কেন আমি বিবাহ ক'ল্লেম! বিবাহের কি এই ফল? স্বর্ণলতা কি এমন হবে? হয় হ'লো ক্ষতি কি? এত যত্নে যে পাখী পোষমানেনা,—কিছুতেই মানেনা—তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত, বনের বিহঙ্গ! উড়ে যাও,—যথা ইচ্ছা যাও—ভীমসিংহের হৃদয় পিঞ্জর ভেঙে উড়ে যাও—যার কাছে ইচ্ছা তার কাছে যাও, [illegible] থাক। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তবে কি স্বর্ণলতাকে ত্যাগ ক'র্ত্তে হবে?—এ জীবনের মত ত্যাগ ক'র্ত্তে হবে?—তা আমি পার্‌ব'না। জীবন

থাকৃতে জীবম্ময়ী স্বর্ণলতাকে ত্যাগ ক'র্ত্তে পারব'না। উঃ! পরিণয় কি বিষময়! কে বলে স্বর্ণলতা আমার? সে তার নীচ বৃত্তির। অপরের সম্ভোগ জন্যই কি আমি বিবাহ ক'রেছিলাম। স্বর্ণলতা! স্বর্ণলতা! তোমার মনে এই ছিল! অথবা তোমার দোষ কি? ইহা সংসারের ধর্ম্ম, স্ত্রী জাতির ধর্ম্ম। জগতে কে এমন বড় লোক আছে, যার স্ত্রী অসতী নয়? হা বিধাতঃ! কাল ভুজঙ্গিনীকে কেন এমন লাবণ্যময়ী মোহিনী মূর্ত্তি প্রদান ক'রেছিলে? বিষ রাখিবার কি আর স্থান ছিল না? তাই স্বর্ণ কলসে কালকূট স্থাপন ক'রলে। উঃ এই যে স্বর্ণলতা আসৃছে।

(স্বর্ণলতা ও সরমার প্রবেশ।)

স্বর্ণ। নাথ! বেলা অনেক হ'য়েছে।

ভীম। চল যাই।

স্বর্ণ। আপনি আজ এমন করে কথা ক'চ্ছেন কেন? অসুখ হ'য়েছে না কি?

ভীম। না, অল্প মাথা ব্যথা ক'র্ছে।

স্বর্ণ। কল্য রাত্র-জাগরণেই হ'য়ে থাকৃবে, আসুন মাথাটা বেঁধে দি। (মস্তকে রুমাল বন্ধন ও হস্ত হইতে অঙ্গুরীয় পতন)

ভীম। ও রুমাল বড় ছোট, ওতে হবেনা চল এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সরমা। (স্বগত) বেস হ'য়েছে হাত থেকে আংটীটা পড়ে গেল টের পাইনি। কর্ত্তার এতে কি দরকার? তিনি কেন আমাকে এটা বার বার চুরি ক'রতে ব'লেছেন? ধর্ম্ম জানেন, আমি এটা তাঁকে দেব। সেনাপতি প্রথম সাক্ষাৎ দিনেই দেবীকে এই আংটীটা দিয়েছিলেন। দেবী কত ভাল বাসেন। সদাই কাছে করে রাখেন; চুম্বন করেন।

(ভৈরবের প্রবেশ!)

ভৈরব। বলি তুমি এখানে যে? একলা এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

সরমা। আমায় তিরস্কার ক'রনা, আমি তোমারই জন্যে একটা জিনিষ রেখেছি।

ভৈরব। আমার জন্যে? কৈ কি দেখি?

সরমা। না দেখাবনা।

ভৈরব। আ মোলো।

সরমা। হাঁ আমি তোমার জন্য চুরি কর্‌লেম, তুমি আমায় গাল দেবে বৈকি?

ভৈরব। আগে জিনিষটাই দেখাও।

সরমা। কি দেবে বল? তার পর দেখাব।

ভৈরব। জিনিষ না দেখে কি দর দাম হয়?

সরমা। এই দেখ (ভৈরবের বলপূর্ব্বক অঙ্গুরী গ্রহণ)

ভৈরব। আদরিনি! তুমি জন্ম সধবা থাক। ভৈরব তোমার কেনা গোলাম্ হ'ল।

সরমা। তোমার এতে কি দরকার? স্বর্ণলতা না পেলে পাগল হবে।

ভৈরব। কি দরকার তোমার জেনে কাজ নেই। এখন যাও আমি যাচ্চি।

[সরমার প্রস্থান।

ভৈরব। (স্বগত) বেশ হ'য়েছে, এইটে চন্দ্রনাথের ঘরে ফেলে দেব; তা হ'লেই হবে। আর যায় কোথা, এই সামান্য পদার্থই দুর্দ্দান্ত রাবণের মৃত্যুবান। এই যে সেনাপতি আসছে। শুষ্‌নি শাকই খাও, আর সোমসিন্ধুই খাও, কিছুতেই আর তোমার ঘুম হবেনা। সুখের দফা শেষ হ'য়েছে।

(ভীমসিংহের প্রবেশ।)

ভীম। অসতী! স্বর্ণলতা অসতী! উঃ!

ভৈরব। দেব এখন ও সে বিষয় চিন্তা ক'রছেন।

ভীম। দূর হও, আমার সাম্‌নে থেকে যাও। তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করেছ, আমার মনে অগ্নি জ্বেলে দিয়েছ।

ভৈরব। সে কি দেব?

ভীম। যদি সব ভেঙে না বল্‌বি, তবে সে কথা উল্লেখের কি দরকার ছিল? (অন্যমনস্ক ভাবে) আমিত কিছুই দেখি নাই, কিছুই জান্‌তেম না; আমারত কোন অমিষ্টই বোধ হয় নাই, আমি নিশ্চিন্ত মনে সমস্ত রাত্রি সুখে নিদ্রা গিয়াছি। কৈ চন্দ্রনাথের চুম্বন চিহ্নত তার অধরে অঙ্কিত ছিলনা।

ভৈরব। বীরবর! অকারণ আমার উপর রাগ ক'র্‌ছেন।

ভীম। (অন্যমনস্ক ভাবে) যার চুরি যার সে যদি না জান্তে পারে, তবে তার ক্ষতি'কি? যদি আপামর সমস্ত সেনাদল আমার অসাক্ষাতে স্বর্ণলতার সুমধুর দেহ সম্ভোগ করতো, তা হলেও আমি সুখি হতেম, কিন্তু এখন আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো! শান্তি জন্মের মত বিদায় লও। সন্তোষ আর এ অভাগার হৃদয়ে স্থান পাবেনা। উঃ আমি যে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখ্‌ছি—পৃথিবী শূন্য, জগৎ শূন্য, চতুর্দ্দিক শূন্য। আমার কেহই নাই। কিছুই নাই। তরবারি! তোমার সাহায্যে আমি মান সম্ভ্রম সকলি পেয়েছি, তুমি ও বিদায় লও। অভাগা ভীমসিংহের তোমাকে আর প্রয়োজন নাই। মা বসুন্ধরে! তোমার গর্ভে এ হতভাগ্যকে স্থান দাও আর যাতনা সহ্য হয় না। ভগবান্‌ দীনবন্ধু প্রভো! তোমা ভিন্ন অধীনের আর কে আছে? আমার হৃদয়ে শান্তি দান কর। আঃ! (অবসন্ন ভাবে উপবেশন)

ভৈরব। সে কি দেব এমন হলেন কেন?

ভীম। পাপাত্মা! তুই আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্‌ আমার সকল সুখ হরণ করেছিস্‌। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দে, নচেৎ এখনি তোকে খণ্ড খণ্ড ক'রব। (ভৈরবের গ্রীবা ধারণ)

ভৈরব। অবশেষে কি এই হল!

ভীম। হয় আমায় দেখা না হয় প্রমাণ কর্‌। নচেৎ এই তরবারিই তোর নরকের পথ প্রদর্শিনি হবে।

ভৈরব। প্রভোঃ!——

ভীম। যদি সাধ্বীসতী স্বর্ণলতার নিন্দা করিস্‌, যদি আমার সর্ব্বনাশের ইচ্ছা থাকে, তবে আর কেন প্রভু বলে সম্বোধন করিস্‌।

স্বর্ণলতা অসতী শুন্‌লে যে সকলে আশ্চর্য্য হবে। স্বর্গের দেবতা নরকের পিশাচগণ ও রোদন ক'রবে।

ভৈরব। হা ঈশ্বর! হা ধর্ম্ম! আমার কেছই নাই। আমি কেন বলতে গিয়েছিলাম; ভাল মানুষের কাজ নয়, আমি কেন প্রকাশ কল্লেম। সকলে দেখ সরল হওয়া বড় সোজা কথা নয়, অনেক বিপদ আছে। আজ হতে আর মানুষের মুখ দর্শন ক'রবনা, কার সঙ্গে কথা পর্য্যন্তও কইব না—প্রাণান্তেও সত্য বলবনা।

ভীম। ভৈরব! কি জান সত্য বল।

ভৈরব। সত্য বলে হবে কি? যাদের বুদ্ধি নাই তারা সত্য বলুক। আমার দিব্য-জ্ঞান হ'য়েছে আর না (নাকেখত)

ভীম। (স্বগত) একবার মনে হয়, স্বর্ণলতা সতী, আবার মনে হয় অসতী। একবার মনে হয় ভৈরব মিথ্যাবাদী, আবার পরক্ষণেই মনে হয় ভৈরবের কথা সমুদায় সত্য। উঃ সন্দেহ কি ভয়ানক যন্ত্রণা! স্বর্ণলতার সে তপ্তকাঞ্চন প্রতিম বর্ণকান্তি তামসী নিশির ন্যায়, মসী-ময়ী বোধ হ'চ্ছে। সে লাবণ্যলালিমা আমার চক্ষে কালিমার ন্যায় অনুভূত হচ্ছে। আর যাতনা সহ্য হয় না। উদ্বন্ধনে হক্, বিষপানে হক্, শীঘ্রই এ পাপ জীবনের শেষ ক'রব। (প্রকাশ্যে) ভৈরব যা জান সব খুলে বল আর যাতনা দিওনা।

ভৈরব। বীরবর! অশান্ত হবেন্ না, আমি শীঘ্রই প্রমাণ শুদ্ধ ব'লছি।

ভীম। বল আমার মন সুস্থ হ'ক্ সন্দেহ দূরে যাক্।

ভৈরব। চাক্ষুষ কোন প্রমাণের প্রত্যাশা ক'রবেন না; কেননা এ সকল বিষয় গোপনেই হ'য়ে থাকে। তবে যে সকল প্রমাণ সত্যের ছায়া-স্বরূপ, যাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না, তা যথেষ্ট দিতে পারি।

ভীম। কি জান বল।

ভৈরব। আপনার অনুরোধেই বল্‌ছি, আমার কোন দোষ নাই। সম্প্রতি একদিন আমি চন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রে শয়ন করি। আমার

সে দিন এই দাঁতের গোড়া ফুলে দাঁত কড়া হয়েছিল। কাজেই যাতনায় সারা-রাত্রি ঘুম হয়নি। কষ্টে স্বষ্টে বিছানায় পড়ে থাকতে হল। জানেনত যাদের বাতিকের ধাত তারা ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখে, আর মনের কথা সব বল্‌তে থাকে; চন্দ্রনাথ ও সেই ধাতের লোক। সে ঘুমুতে২ হঠাৎ বলে উঠ্‌লো "স্বর্ণলতা প্রিয়তমা আমাদের প্রণয় কেউ যেন না টের পায়, খুব গোপনে রাখ্‌তে হবে।" তার পর আমার হাত ধরে আদর করে বল্লে "প্রিয়তমা! তোমার মত সুন্দরী আর জগতে নাই" এই বলেই আমার অধরে এম্‌নি চুম্বন ক'রলে যে বোধ হল আমায় গ্রাস ক'রবে। অবশেষে *——* ঘন২ চুম্বন ক'র্‌তে২ বল্লে "বিধাতার কি অবিচার, তোমার মত সুন্দরীকে কুৎসিত মারহাট্টার হাতে সমর্পণ ক'র্‌লে। বানরের গলায় মুক্তার মালা!"

ভীম। ভৈরব! নিরস্ত হও, যথেষ্ট হ'য়েছে, আর শুনতে চাহিনা।

ভৈরব। বীরবর! এখনি রাগে অধীর হলেন, এ তার কেবল স্বপ্ন বৈত নয়।

ভীম। হুঁ স্বপ্ন! পিশাচিকে খণ্ড খণ্ড করে কাট্‌লে তবে গায়ের জ্বালা যায়।

ভৈরব। না না চাক্ষুষ কিছু না দেখে একাজ করা ভাল নয়। পরে অনুতাপ কর্ত্তে হবে। আপনিনা দেবিকে একটা আংটী দিয়েছিলেন? সে আংটীটা কোথা?

ভীম। কোন্ আংটী?

ভৈরব। সেই যে যাতে সাপের মাথা আছে।

ভীম। সেটা তারই কাছে আছে।

ভৈরব। আজ্ঞে সেটা এখন কি তাঁর কাছে আছে? অনুসন্ধান করুবেন দেখি।

ভীম। কেন কেন কি হয়েছে?

ভৈরব। সেই রকম একটা আংটী আমি চন্দ্রনাথের হাতে দেখেছিলাম।

ভীম। উঃ! কালসাপিনী এই কি তোর সতীত্ব? ভৈরব! চন্দ্র-

ষাথের সামান্ত রুধিরে কি মনের দাবানল নির্ব্বাপিত হবে? সহস্র বার তাকে স্বহস্তে হত্যা কর্‌লেও সে দুরাত্মার সমুচিত দণ্ড হয় না।

ভৈরব। বীরবর! অস্থির হবেন্ না।

ভীম। ভৈরব! দাবানল প্রজ্বলিত হলে কার সাধ্য নির্ব্বাণ করে?

ভৈরব। এর পর আপনার মন ফিরে যেতে পারে।

ভীম। না ভৈরব! এ মন ফের্‌বার নয়। অসতী কথনই সতী হয় না। কিছুতেই হয় না—ভীমসিংহের মন ও কিছুতেই ফিরবে না। লোকলোচন চন্দ্র সূর্য্য! মা বসুন্ধরে! ভগবতী কাত্যায়নি! তোমরা সাক্ষী, তরবারি! তোমাতে ভবানীর নামাঙ্কিত আছে—তুমিই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, জীবন, অবলম্বন। তুমিও সাক্ষী, যদি ভীমসিংহ মোহ পরতন্ত্র হয়ে অসতী পত্নীর যথার্থ দণ্ড বিধান না করে তা হলে যেন অন্য জন্মে ছাগের গর্ভে এ পাপাত্মার জন্ম হয়। (ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া) ভৈরব! তুমি একদিনের তরেও যদি আমাকে অন্তরের সহিত ভাল বেসে থাক—সমস্ত অমর বৃন্দকে প্রত্যক্ষ জেনে এই পবিত্র তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর, যে তেরাত্রির মধ্যে তুমি আমার সেই পরম শত্রু চন্দ্রনাথের মস্তক স্বহস্তে ছেদন ক'রবে।

ভৈরব। যে আজ্ঞা, চন্দ্রনাথ আর জীবিত নাই। এ দাস শীঘ্রই আপনার আদেশ পালন ক'র্ব্বে। কিন্তু দেবিকে কিছু বল্‌বেন না।

ভীম। কি তাকে কিছু ব'ল্‌বনা। কাল ভুজঙ্গিনীকে পুনর্ব্বার হৃদয়ে স্থান দেব। পাপীয়সী পিশাচী অন্তঃপুরে থাকবে? তা কখনই হবে না। তুমি চন্দ্রনাথকে বিনাশ কর। আমি স্বয়ং পাপীয়সীর প্রাণদণ্ড ক'রব।

ভৈরব। এ দাস চিরদিনই আপনার আজ্ঞাধীন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুর্গস্থ উদ্যান।

(স্বর্ণলতা, সরমা ও ভৃত্যের প্রবেশ।)

স্বর্ণ। ওরে চন্দ্রনাথ কোথায় থাকে জানিস্?

ভৃত্য। (স্বগতঃ) জানি ব'ল্লেই ডাকৃতে পাঠাবেন্, না বলাই ভাল। (প্রকাশ্যে) না।

স্বর্ণ। মিথ্যা বলছিস্?

ভৃত্য। মিথ্যা বলছি, না।

স্বর্ণ। ভাল খুঁজে ডেকে আন্।

ভৃত্য। কোথায় খুঁজব।

স্বর্ণ। যেখানে পাবি; সেত আর পৃথিবী ছেড়ে যায়নি।

ভৃত্য। তা গেল্লেই ভাল হ'ত। এক ডাকেই সাকিমটা বলে দিতাম।

স্বর্ণ। কোথায়?

ভৃত্য। যমালয়।

স্বর্ণ। তা হলে তোকেও সেখানে পাঠাতেম।

ভৃত্য। আমি সেখানে গিয়ে কি কর্ব। গরিব মানুষ আমাকে কে চেনে? যাদের ধন বেশী, মান বেশী, তারা যাক্। আদর পাবে।

স্বর্ণ। যা, লোককে জিজ্ঞাসা করে যা।

ভৃত্য। আমি আবার লোক কোথা পাব। 'আপনি লোক দিন, আমার সঙ্গে গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে আসুক।

স্বর্ণ। যা রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করে যা। শীঘ্র আসিস্।

ভৃত্য। যাই আগে তবেত আসব।

[প্রস্থান।

স্বর্ণ। সরমে আংটীটা কোথা ফেল্‌লেম।

সরমা। কি জানি। স্ফটিময় খুজলেম কৈ কোথায়ত দেখ্‌তে পেলেম না।

স্বর্ণ। কোথায় রাখ্‌লেম কিছুই ত মনে হচ্চে না।

সরমা। বোধ করি বাঁ হাতে কোথায় রেখেছ। তাই মনে হচ্ছেনা। এর পর পাবে।

স্বর্ণ। আমার এই ডান হাতের হীরার আংটীটা হারালেও খেদ ছিল না, কিন্তু সেটা হারিয়ে বড় কষ্ট হচ্চে। কি ভাগ্যি আর্য্যপুত্র তেমন নয়, এক দিনের তরেও আমাকে সন্দেহ করেন না, তাই রক্ষা নচেৎ এই হারানতে কি সর্ব্বনাশই হ'ত।

সরমা। সখি তুমি কি বল প্রভুর প্রেমবিদ্বেষ নাই।

স্বর্ণ। অন্য পুরুষের মত তাঁর সে দোষটী নাই। তিনি নিজে সরল সকলেরই সঙ্গে সরল ব্যবহার করেন।

সরমা। সরলার কাছে সকলেই সরল। এই যে দেব এইদিকে আস্‌ছেন।

স্বর্ণ। বেশ হয়েছে যতক্ষণ চন্দ্রনাথ না আসে, ততক্ষণ আমি আর্য্যপুত্রের সঙ্গে থাক'ব।

(ভীমসিংহের প্রবেশ।)

নাথ! এতক্ষণে অধিনীকে মনে প'ড়লো।

ভীম। প্রিয়ে! (স্বগতঃ) মনোভাব গোপন করা কি কঠিন (প্রকাশ্যে) যে প্রতিমা মনোদর্পণে সর্ব্বদাই প্রতিবিম্বিত রয়েছে তারে কি আবার মনে কর্ত্তে হয়।

স্বর্ণ। দেখবেন্ অধিনীকে ভুলবেন্ না;

ভীম। পুরুষের মন দৃঢ় স্থির—প্রবল বৃষ্টিতেও বিচলিত হয় না; কিন্তু নারীর সাগরের জল সততই চঞ্চল।

স্বর্ণ। নাথ আপনার প্রতিজ্ঞা কবে পূর্ণ ক'রবেন।

ভীম। কি প্রতিজ্ঞা?

স্বর্ণ। কেন চন্দ্রনাথকে কাজ দেবার কি হল?

ভীম। আমার বিবাহের রাত্রে তোমায় যে আংটীটা দিয়েছিলাম সেইটে একবার দাও দেখি।

স্বর্ণ। সেটা আমার কাছে নাই।

ভীম। সে কি আমি সেটা তোমায় যত্ন ক'রে রাখ্‌তে বলেছিলাম। তুমি হারালে?—অনায়াসে অবজ্ঞায় হারালে? মা আমায় দিয়ে যান্, এবং বলে যান্ যে, যদি কখন বিবাহ কর, বউকে এই আংটীটি দিও কখন তোমাদের প্রণয় বিঘ্ন হবে না। এতে মন্ত্রগুণ আছে।

স্বর্ণ। সে কি? নাথ আপনি একদিনও ত একথা বলেন্‌নি।

ভীম। বলিনি বলেই কি হারালে, বল্লে কি হারাতে না।

স্বর্ণ। তা হলে নিতাম না।

ভীম। কেন কেন নিতেনা কেন?

স্বর্ণ। কি জানি যদি হারিয়ে যায়।

ভীম। হারিয়ে গেছে নাকি? অ্যাঁ, আর পাওয়া যাবে না।

স্বর্ণ। না হারায় নি।

ভীম। তবে গেল কোথায়, সত্য করে বল কোথায় ফেল্লে?

স্বর্ণ। আমাদের ঘরে আছে, এর পর পাওয়া যাবে।

ভীম। কৈ আন দেখি?

স্বর্ণ। এখন থাক্, এর পর নেবেন।

ভীম। না না এখনি আন।

স্বর্ণ। চন্দ্রনাথের কি হল?

ভীম। আমার আংটী কোথা গেল?

স্বর্ণ। সে এতদিন ধরে——

ভীম। হারাল কেমন করে?

স্বর্ণ। সেই জন্যই কি আপনি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

ভীম। না আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

সরমা। দেবি! প্রভুর মন কেমন সন্দিহান দেখ্লে ত।

স্বর্ণ। কৈ পূর্ব্বেত এমন ছিলনা, কেন এমন হলো। আমি কেন সে আংটীটা হারালেম; অবশ্যই তার কোন বিশেষ গুণ আছে, তা না হলে এমন কর্ব্বেন কেন?

সরমা। না সখি, পুরুষের স্বভাবই এই।

স্বর্ণ। সখি পুরুষের দোষ দিওনা, সকলই কপালের দোষ।

সরমা। ঐ যে চন্দ্রনাথ আসছে।

(চন্দ্রনাথ ও ভৈরবের প্রবেশ।)

ভৈরব। বুঝ্লেন আর কোন উপায় নাই। আপনি একটু জিদ করে ধর্লেই হবে। মেয়ে মানষের মন, কাঁদ কাঁদ মুখে দুট কথা বল্লেই গলে যাবে। আপনি একটু কাতর হয়ে বলুন্ দেখি।

চন্দ্র। দেবি আমার কি হল? যদি নিতান্তই না হয়, তবে অন্য উপায় দেখি, অনর্থক বিলম্বে লাভ কি? অগত্যা এতেই সন্তুষ্ট থাক্‌ব। কিছু না জোটে, অবশেষে ভাগ্যদ্বারে ভিক্ষা করে খাব।

স্বর্ণ। চন্দ্রনাথ তোমার হয়ে আমি যথাসাধ্য অনুরোধ কচ্ছি। কিন্তু তিনি ইদানীং আমার প্রতি বিরক্ত হয়েছেন। কেন, তা ব'ল্‌তে পারি না, বোধ করি তিনি প্রসন্ন হলেই তোমাকে কাজ দেওয়াব; এখন কিঞ্চিৎ অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে।

সরমা। হাঁ তিনি কিছু বিরক্ত হয়ে এখান থেকে এই মাত্র চলে গেলেন।

ভৈরব। কৈ তিনিত কখন কারুর উপর অন্যায় রাগ করেন্ না। বোধ করি কোন বিষয় ঘটে থাক্‌বে, যাই আমি তাঁকে সান্ত্বনা করিগে।

[প্রস্থান।

স্বর্ণ। চন্দ্রনাথ তোমার কোন চিন্তা নাই। আর্য্যপুত্রের মন নিশ্চয় কোন গুরুতর বিষয়ে ব্যস্ত আছে। তা না হ'লে, এত চিন্তিত এত অস্থির হবে কেন। ভবানি করুন তাঁর চিন্তা দূর হ'ক্। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। সরমে আমরা অনর্থক তাঁর দোষ দিচ্ছিলাম, তাঁর কোন

দোষ নাই। মানুষের মন যখন কোন বিষয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন সুখকর বিষয়ও কষ্টকর হয়। সখি! আমার পোড়া মনে কত সন্দেহ হচ্ছিল, কত ভয়ই হচ্ছিল, তা আর কি বল্‌ব।

সরমা। সতীর ভয় কি সখি? সাবিত্রী যে যমের মুখ থেকে সত্যবানকে কেড়ে এনেছিল।

স্বর্ণ। চন্দ্রনাথ তুমি এখানে অপেক্ষা কর। যদি আমি তাঁকে সুস্থির দেখি তা হ'লে তোমার জন্যে অনুরোধ ক'রব।

[স্বর্ণলতা ও সরমার প্রস্থান।

চন্দ্র। এ দাসের প্রতি এত অনুগ্রহ না হলেই বা আপনাকে ধর্‌ব কেন বলুন। এদিকে আবার ঝম্‌২ করে কে আস্‌ছে। এযে দেখছি বিনোদিনী, আমলো এদিকে আসছে কেন। (প্রকাশ্যে) বলি যাওয়া হচ্ছে কোন্‌ দিকে।

(বিনোদিনীর প্রবেশ।)

বিনো। তোমার দিকে।

চন্দ্র। আমিও তোমার দিকে যাচ্ছিলাম তবে দিগ্‌বিদিগ্‌ না ঠাওরাতে পেরেই এই দিকে এসে পড়েছি।

বিনো। তা বেশ করেছ, বলি—এত দিন ছিলে কোথা?

চন্দ্র। বড় কাজের ভিড়, তাই তোমার চাঁদ মুখ খানি দেখে আসতে পারিনি।

বিনো। এক সপ্তাহ কাজের ভিড়? সাত রাত সাত দিন কাজের ভিড়? এমনি ভিড় একদণ্ড আমার বাড়ী যেতে অবকাশ হয়নি?

চন্দ্র। তোমার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি, আমার দম ফেলবার যো নাই।

বিনো। এমন বেদম কাজ কল্লে চল্‌বে কেন? আমি তোমায় না দেখে থাকতে পারিনে। আমার মন যে কেমন করে; এই সাত দিন যাওনি মনের ভিতর কত খানাই হচ্ছিল।

চন্দ্র। তুমি আমায় এমনিই ভাল বাস বটে।

বিনো। বাসিনা তবে দেশ ছেড়ে, মা বাপ ছেড়ে তোমার পেছুং বিদেশে এলেম কেন ?

চন্দ্র। আমি ও কি তোমাকে ভাল বাসিনে, আজ রাত্রে যাব। এখন এই আংটীটা নিয়ে যাও।

বিনো। বোঝা গেছে কেন যাওনি। এতটা ক'রে মলুম তার ফল কি এই হ'ল ? এখন নূতনে গিয়ে মজ্‌লে।

চন্দ্র। সত্তি বল্‌ছি, আমার নূতন পুরাতন সকলই তুমি, তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিনা।

বিনো। তবে এ আংটী পেলে কোথা।

চন্দ্র। তা জানিনা। আমার ঘরে কেউ ফেলে গিয়ে থাক্‌বে।

বিনো। তা বটে।

চন্দ্র। এখন এখান থেকে যাও।

বিনো। কেন, যাব কেন ?

চন্দ্র। কি জানি সেনাপতি, দেখ্‌তে পাবেন।

বিনো। আচ্ছা, কিন্তু আজ রাত্রে যেও ভুলনা।

চন্দ্র। এমন কথা ভুলতে পারি। চল তোমায় একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নগরীয় উদ্যান।

(ভৈরব ও ভীমসিংহের প্রবেশ।)

ভৈরব। মশাই কি বলেন, স্ত্রী পুরুষের চুম্বনে দোষ আছে কি না?

ভীম। দোষ নাই যে বলে, পাপই তার পুণ্য, নরকই তার স্বর্গ।

ভৈরব। আচ্ছা আমি যদি আমার স্ত্রীকে একটা আংটী দিই—

ভীম। হ্যাঁ, তা কি হয়েছে বল?

ভৈরব। সে আংটীটা তারই হবে, সুতরাং সে যাকে ইচ্ছা তাকেই দিতে পারে।

ভীম। সতীত্বও তারি ধন সে যাকে ইচ্ছা তাকে দান করুক।

ভৈরব। সতীত্ব আর আকাশ-কুসুম দুইই সমান, কেউত দেখতে পায়না, সুতরাং থাকলেও আছে, না থাকলেও আছে। কিন্তু আংটীটা যে——

ভীম। থাক্ নিরস্ত হও, আমার সকলি স্মরণ হয়েছে; আমার জীবনে ধিক্, বীরত্বে ধিক্, ক্ষত্রধর্ম্মে ধিক্। ভাল চন্দ্রনাথ তোমাকে কিছু বলেছে।

ভৈরব। বলেছে বৈ কি! কিন্তু এখন কি আর মানবে, প্রাণান্তেও না। লম্পটের আবার মিথ্যা কথায় ভয় কি?

ভীম। কি বলেছে।

ভৈরব। যা বলবার তাই বলেছে।

ভীম। তবু বলনা।

ভৈরব। সে কথা শুনলে কি আপনি সুখী হবেন।

ভীম। পাপিয়সী দুশ্চারিণী আমার শয্যাকে কলঙ্কিত করেছে।

উঃ! বিধাতঃ! ভীমসিংহের ললাটে কি এই লিখেছিলে! স্বর্ণলতার সুকোমল অঙ্গ পিশাচের উপভোগ্য হল! অভাগার কপালে কি সুখ নাই! ধর্ম্ম-অধর্ম্ম—পাপ-পুণ্য—সতী-অসতী—আর সহ্য হয় না। হৃদয় কেন কম্পিত হয়? প্রাণ কেন কাঁদে ভৈরব? কার জন্যে কাঁদি,—যে আমার নয় তার জন্যে আমি কেন কাঁদি? না স্বর্ণলতা অসতী নয়, তাই হৃদয় কাঁদে। তবে কি নিস্বার্থ পরোপকারী ভৈরবের কথা সকলি মিথ্যা? না কখনই না, তার রসনা কাল ভুজঙ্গিনী নয়। তবে এ গরল কেন উদ্গার ক'রবে? এ কালকূট কেন আমার কর্ণে ঢেলে দেবে। প্রমাণ সকলি সত্য, আমার আংটী কোথা গেল, কে নিলে? আর কেন সত্যকে সন্দেহ করি—স্বর্ণলতা অসতী, নিশ্চয়ই অসতী রসনা একথা বলনা! দারুণ যন্ত্রণা! সহ্য হয় না। স্বর্ণলতা! স্বর্ণলতা! স্বর্ণলতা! উঃ! চন্দ্রনাথ যাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে বিশ্বাস করেছি, সেই বিশ্বাসঘাতক! স্বর্ণলতা প্রাণার্দ্ধভাগিণী, যাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি, সে অসতী। আর আমার কে আছে, কার কাছে সুখ লাভ ক'র্‌ব? যম, তুমিই আমার সহায়, মৃত্যু, তুমিই আমার জীবন, এস তোমায় আলিঙ্গন করি। (বাহু প্রসারণ) ভীমসিংহ তুমি কি পাগল হলে? আগে পাপীয়সীর দণ্ড দাও, তার পর মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর। দ্বিচা-রিণী কলঙ্কিনী স্বর্ণলতা জীবিতা থাকবে। উঃ আর যে, থাকতে পারিনা, ভৈরব! আমি যে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখ্‌ছি—(পতন ও মূর্চ্ছা)

ভৈরব। (স্বগতঃ) হয়ে এসেছে, গুপ্ত খুড়ো হিসাব নিলেই হয়। সাপের মন্ত্র অনেকে জানে, বিষ ঝাড়াতে অনেকে পারে, কিন্তু ধন্বন্তরি বড় সহজ নয়। হুঁ হুঁ শর্ম্মার মত বিষবৈদ্য সংসারে কজন আছে? যেই দুর্ম্মুখ ছিল তাইত সীতার বনবাস হল।

(চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

চন্দ্র। কি হয়েছে এ কি?

ভৈরব। হঠাৎ মূর্চ্ছা গেছেন ভয় নাই, কালও এম্‌নি হ'য়েছিল।

চন্দ্র। হা বাতাস কর মাতায় হাত বুলও।

ভৈরব। না না কিছু কর্ত্তে হবেনা, আপনি সেরে যাবে এখন। এই যে চোক চাচ্ছেন। তুমি এখন যাও। ইনি গেলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো, বিশেষ কথা আছে।

[চন্দ্রনাথের প্রস্থান।

(ভীমসিংহের প্রতি) আপনি সাম্‌লেছেন মাথায় আঘাত লাগেনিত?

ভীম। ভৈরব! আর যে সহ্য হয় না। প্রাণ কেন যায় না!

ভৈরব। না দেব আপনি শান্তি লাভ করুন।

ভীম। শান্তি? আমার শান্তি! স্ত্রী যার অসতী তার আবার শান্তি?

ভৈরব। জগতে যে কত বর্ণের লোক আছে, কার সাধ্য চেনে। চন্দ্রনাথ এমন কল্লে! স্বর্ণলতা! যাকে আপনি মাথার মণি ক'রে রেখে-ছিলেন, সে অসতী হ'লো কি পরিতাপ।

ভীম। ভৈরব! চন্দ্রনাথ যে আমার এমন সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বে এ আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না!

ভৈরব। আপনি মূর্চ্ছিত হ'লে সে এখানে এসেছিল, এখনি আসবে আপনি যদি একটু সরে দাঁড়ান তা হলে তার মুখ থেকে সব শুনাতে পারি। কিন্তু সাবধান, অধীর হবেন না।

ভীম। ঝঞ্ঝাতাড়িত সাগর কি কখন স্থির থাকতে পারে। লজ্জা, ঘৃণা ও ক্রোধ আমার মনে যুগপৎ আঘাত ক'রছে, আমি কেমন ক'রে স্থির থাকৃব।

ভৈরব। আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান এখনি সে আসবে। (ভীম-সিংহের অন্তরালে অবস্থিতি) বেশ্ হ'য়েছে এখন চন্দ্রনাথকে বিনোদিনীর কথা জিজ্ঞাসা ক'রব। সে কত হাঁস্‌বে, আমোদ ক'রবে; কিছুই টের পাবেনা। সেনাপতির হ'য়ে এসেছে, এখন ভাল মন্দ যা শুনুক সকলই বিষের মতন লাগবে। (নেপথ্যে দৃষ্টি করতঃ) আসতে আজ্ঞা হয় সহকারী মহাশয়।

(চন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ।)

চন্দ্র। আর ভাই সহকারী নই, এখন ভিখারি বল।

ভৈরব। (মৃদুস্বরে) আপনি স্বর্ণলতাকে ভাল করে অনুরোধ করুন না। সে যদি বিনোদিনী হত তা হলে কি আর ভাবনা থাকত।

চন্দ্র। (হাস্য)

ভীম। পাষণ্ড আবার হাসছে।

চন্দ্র। যা বল ভাই বিনোদিনী বড় ভাল বাসে।

ভীম। (স্বগতঃ) চন্দ্রনাথ আর হাসিস্‌নে, আজ তোর শেষ দিন।

ভৈরব। আপনি নাকি তাকে বিয়ে ক'রবেন? (মৃদুস্বরে)

চন্দ্র। হাঃ হাঃ! কে বল্লে?

ভৈরব। কেন সকলেই বলে।

চন্দ্র। সত্তি বল্‌ছ।

ভৈরব। বাজার গুজব্‌ত এই রকম।

ভীম। (স্বগতঃ) তুই আমায় বঞ্চনা করেছিস্‌, আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্‌। আমি তোর শোণিত দর্শন করে, তবে নিরস্ত হব।

চন্দ্র। সে মনে করে বটে আমি তারে বিয়ে করে ঘর সংসার করব। কিন্তু কৈ আমিত কিছুই বলিনি। সে যে আমারি জন্যে এখানে এসেছে। সে দিন ঐ দিকে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ এসে আমার সঙ্গে কত কথা বলতে লাগল। কিছুতেই ছাড়তে চায়না।

ভীম। (স্বগতঃ) আর তুই অমনি গলে গেলি?

চন্দ্র। তার সঙ্গে দেখা হ'লে যে কি মজা হয়, তা আর বল্‌তে পারিনে।

ভীম। (স্বগতঃ) স্বর্ণলতা আমায় কতদূর বঞ্চনা করেছে উঃ!

চন্দ্র। আমি তাকে ত্যাগ ক'রব্‌।

ভৈরব। বেশ হয়েছে ঐ না সে আস্‌ছে?

চন্দ্র। সেইত বটে। বলি এদ্দিকে কি মনে ক'রে? কাকে খুঁজ্‌ছ?

(বিনোদিনীর প্রবেশ।)

বিনো। আমার মাথা মনে ক'রে। যমকে খুঁজ্‌ছি।

চন্দ্র। তা খুঁজ্‌তে হবে কেন, সময় হলে আপনি আস্‌বে এখন।

বিনো। আমি মলে তুমি বাঁচ, তোমার আপদ যায়। এ আংটীটা কার। আমায় বোকা বুঝুচ্ছ। ভূতে তোমার ঘরে ফেলে গেছে, তুমি কিছু জাননা। নতুন পেয়েছ, আচ্ছা দেখি কদিন থাকে। আমি এত করে মলুম, তবু তোমার মন উঠলোনা? এই নাও তোমার গহনা, এই নাও তোমার আংটী, আমি চল্লেম।

চন্দ্র। তুমি রাগ কল্লে। ছি ছি আমার উপর রাগ কর্ত্তে আছে?

বিনো। আর কথায় ভুলিনা।

[প্রস্থান।

ভীম। আমারি আংটী। সকলই সত্য আর স্থির থাকৃতে পারিনা।

চন্দ্র। যাই রাগ ক'রে কোথায় গেল দেখি।

[প্রস্থান।

ভীম। ভৈরব ওকে বিনাশ করে আমার কি লাভ হবে।

ভৈরব। দেখছেন কেমন হাস্‌ছিল, যেন কিছু মাত্র ভয় নাই।

ভীম। ভৈরব? আমি এখন কি করি?

ভৈরব। আপনি ওখান থেকে আংটীটা দেখেছিলেন, দেবীর কাছ থেকে নিয়ে আবার বেশ্যাকে দিয়েছে। বুকের পাটা দেখুন।

ভীম। শত সহস্র বার দুরাত্মার শিরচ্ছেদ ক'রলেও আমার তৃপ্তি হয় না। স্বর্ণলতা! পিশাচী! তোর কি কিছু মাত্র ভয় হ'ল'না?

ভৈরব। সংসারের গতিকই এই, একথা আর মনে স্থান দেবেন না ভুলে যান।

ভীম। না ভৈরব ভুলব্‌না, আজই দুশ্চারিণীর সমুচিত দণ্ড বিধান ক'রবো। আজই বিষময়ী কাল-সাপিনীকে টুকৃরা টুকৃরা ক'রে কাট্‌ব। সৌন্দর্য্যের কি মোহিনী ক্ষমতা, কি প্রবল প্রতাপ এত দিন আমার মস্তক পদতলে দলন করছিল? আমায় অন্ধ ক'রে রেখেছিল?

ভৈরব। বীরবর! আর কেন অনর্থক কুচিন্তা করেন।

ভীম। না দুশ্চারিণীকে আর পৃথিবীতে রাখা কর্ত্তব্য নয়। তার পাপের পরিমাণ পূর্ণ হয়েছে, নরকের দ্বার তার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে শীঘ্র তাকে সেখানে পাঠাব।

ভৈরব। সুন্দরী হলে কি সতী হতে নাই।

ভীম। সুন্দরী বিষধরী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী, রাক্ষসী হতে মায়াবিনী, পিশাচী হতেও কুৎসিতা। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) ভৈরব। আমি কি নির্দ্দয় ? স্বর্ণলতাকে ছিন্ন কর্ত্তে উদ্যত হচ্ছি। যাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য না দেখ্‌লে মন অসুখী হয়, তাকে না দেখে কেমন করে প্রাণ ধারণ ক'রব ?

ভৈরব। আমিও বলি দেবিকে বিনাশ করে কাজ নাই। তিনি জীবিতা থাকুন, তা হ'লে আপনিও সুখে থাকবেন।

ভীম। কি আমি ক্ষত্রিয়, ম্লেচ্ছ নই। অসতীকে জীবিতা রাখলে নরকেও আমার স্থান হবেনা।

ভৈরব। স্ত্রীর অসতীত্ব কার সহ্য হয় ?

ভীম। আবার আমারি বন্ধুর সঙ্গে।

ভৈরব। আরও অসহ্য।

ভীম। ভৈরব ! আমাকে বিষ দাও। আমি তার সঙ্গে আলাপ ক'রবনা কি জানি আবার—তার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে প'ড়বো। আজ রাত্রেই—আর বিলম্ব সয় না।

ভৈরব। না, না, বিষ দিয়ে কাজ নাই। আপনার শয্যাকে কলঙ্কিত ক'রেছে, শয্যাতেই শেষ কর্ব্বেন।

ভীম। বেশ২ সেই উত্তম পরামর্শ।

ভৈরব। আমিও অদ্য চন্দ্রনাথকে হত্যা ক'র'ব। (নেপথ্যে ভেরীধ্বনী)

ভীম। বেশ্, একি অকস্মাৎ ভেরী ধ্বনি হল কেন ?

ভৈরব। বোধ করি মহারাজের কাছ থেকে কোন সংবাদ এসে থাক্‌বে। এই যে দেবী কার সঙ্গে এদিকে আস্‌ছেন।

(বিশ্বম্ভর ও স্বর্ণলতার প্রবেশ।)

বিশ্ব। বৎস চিরজীবি হও। মহারাজ তোমাকে এই অনুজ্ঞা পত্র খানি দিয়েছেন।

ভীম। তাঁর আদেশ আমার শিরোধার্য্য। ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন।

ভৈরব। মহাশয়ের সমস্ত মঙ্গল।

বিশ্ব। হাঁ তুমিত ভাল আছ? কৈ চন্দ্রনাথ কোথা? তারে যে দেখ্‌ছিনে, ভাল আছেত?

ভৈরব। হাঁ জীবিত আছে বটে।

স্বর্ণ। সম্প্রতি আর্য্যপুত্রের সঙ্গে তাঁর মনান্তর হ'য়েছে, আপনি মিলন ক'রে দেবেন।

ভীম। তাহলেই ভাল হয়। সব আশাই মেটে।

স্বর্ণ। সেকি নাথ।

বিশ্ব। উনি পড়াতেই ব্যস্ত আছেন, তোমার কথায় মন দেন নাই চন্দ্রনাথের সঙ্গে মনান্তর হ'য়েছে নাকি?

স্বর্ণ। চন্দ্রনাথকে আমি যথেষ্ট স্নেহ করি, এঁদের সম্মিলনে আমি সুখী হব।

ভীম। অগ্নি আর ইন্ধনের সম্মিলন।

স্বর্ণ। নাথ! আর্য্যপুত্র!

ভীম। আর সম্ভাষণে কাজ নাই; ঢের হ'য়েছে।

স্বর্ণ। (বিষণ্ণ ভাবে) কেন নাথ, আমি কি করেছি।

বিশ্ব। ওঁর রাগ হ'তে পারে। মহারাজ চন্দ্রনাথকে এখানকার শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত ক'রেছেন।

স্বর্ণ। আমি শুনে যার পর নাই সুখী হ'লেম। অনেক দিন পর্য্যন্ত জয়ন্তি যাবার ইচ্ছা হ'য়েছে।

ভীম। সেই জন্যেই সুখী না আর কিছু?

স্বর্ণ। কেন নাথ! এমন কথা ব'লছেন কেন?

ভীম। পিশাচি কিছুই জাননা (আঘাতোদ্যম)

বিশ্ব। (ব্যস্তভাবে) আহা কি কর?

স্বর্ণ। অধিনী কি অপরাধ ক'রেছে? (রোদন)

বিশ্ব। বৎস! স্বর্ণলতা কাঁদ্‌চে সান্ত্বনা কর। ও তোমা বই কাহাকেও জানেনা; তোমার জন্যে——

ভীম। আর কাঁদতে হবেনা। আমি আর কান্নায় ভুলব'না।

(স্বর্ণলতার প্রতি) দূর্ হ, আমি আর তোর মুখ দেখতে চাইনে।

স্বর্ণ। দাসী আর এখানে থেকে আপনাকে, বিরক্ত ক'রবেনা। (গমনোদ্যম)

বিশ্ব। বৎস! স্বর্ণলতাকে ডাক, সান্ত্বনা কর।

ভীম। স্বর্ণলতা!

স্বর্ণ। নাথ।

ভীম। (বিশ্বম্ভরের প্রতি) আপনার কি দরকার বলুন, কেন ডাক্‌লেন।

বিশ্ব। সে কি?

ভীম। আপনি না আমাকে ডাক্‌তে বল্লেন। ভাল দরকার না থাকে চলে যাক্ দূর হ'ক। কেবল কাঁদতে জানেন। কাঁদ কাঁদ খুব কাঁদ। বলি কান্নাতে আর আমি গ'লে যাবনা। যা এখান থেকে যা, দূর হ। আবার দাঁড়িয়ে কাঁদছিস্।

[স্বর্ণলতার প্রস্থান।

(বিশ্বম্ভরের প্রতি) মশাই কল্যই আমি এখান থেকে যাত্রা ক'রব। আপনি আজ আমার এখানে আহার ক'রবেন্। পিশাচী!

[প্রস্থান।

বিশ্ব। স্ত্রীর গায়ে অবলীলা ক্রমে হাত তোলে অ্যাঁ।

ভৈরব। কি ভাগ্যি অসি তোলেন নি।

বিশ্ব। চিঠি পড়েই কি রক্ত গরম হয়ে গেল।

ভৈরব। কি জানি।

বিশ্ব। পবিত্র প্রণয়ও এত চঞ্চল! কি পরিতাপ!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুর্গস্থ দরদালান।

(ভীমসিংহ ও সরমার প্রবেশ।)

ভীম। তবে তুমি কিছু দেখনি।

সরমা। দেখা দূরে থাক্; সন্দেহ পর্য্যন্ত ও ক'রিনি।

ভীম। ভাল চন্দ্রনাথকে কখন তার সঙ্গে দেখেছ।

সরমা। দেখেছি। কিন্তু সেত আমার সাম্‌নে যা যা কথা ক'য়েছিল সব শুনেছি।

ভীম। তারা কি চুপি২ কোন কথা কয়নি ?

সরমা। না, আমি তাদের সকল কথাই শুনেছি।

ভীম। ভাল তারা তোমায় কোথাও সরিয়ে দেয়নি।

সরমা। না।

ভীম। পাখা কি পান কি আর কোন জিনিষ আন্‌তে কোথাও পাঠায়নি।

সরমা। না।

ভীম। দেখ মিথ্যা বলে লাভ কি ? সত্য বল।

সরমা। দেব! আপনি মিথ্যা সন্দেহ ক'চ্চেন। দেবী শুন্‌লে কখনই সহ্য কর্ত্তে পারবেন্ না। প্রাণত্যাগ ক'রবেন্। দুর্ম্মুখের কথায় সতীর মনে কষ্ট দিবেন না। দেবী কখনই অসতী নন্। সীতা যদি কলঙ্কিনী হ'ল তবে আর সতী কে ?

ভীম। তুমি যাও তাকে পাঠিয়ে দাওগে। (স্বগত) আমার বোধ হয় সরমা সমুদায় জেনেও গোপন কর্চ্চে। তা না হ'লে মেয়ে মানুষের মুখে এত স্পষ্ট উত্তর বেরত না।

(স্বর্ণলতা ও সরমার প্রবেশ।)

স্বর্ণ। নাথ! অধিনীকে ডাকছেন্।

ভীম। হাঁ এই দিকে এস। বস।

স্বর্ণ। বলুন ?

ভীম। আমার দিকে চাও দেখি ?

স্বর্ণ। একি নূতন ভাব !

ভীম। সরমা এখান থেকে যাও। দুয়ারটা চেপে দাঁড়িয়ে থেক, যদি কেহ আসে, ইঙ্গিত ক'র—যাও।

[সরমার প্রস্থান।

স্বর্ণ। নাথ ! অধিনীর প্রতি সদয় হ'ন। আমাকে যাতনা দিবেন্ না। আমার কোন অপরাধ নাই।

ভীম। তুমি কে ?

স্বর্ণ। সে কি নাথ, অধিনী আপনার দাসী। ধর্ম্মপত্নী।

ভীম। তুমি শপথ করে বল আমার ধর্ম্মপত্নী। সকল দেবতাকে সাক্ষী করে বল তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী। সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিনী।

স্বর্ণ। দেবতারা জানেন আমি সতী।

ভীম। দেবতারা জানেন তুই অসতী।

স্বর্ণ। সেকি নাথ ! আমি অসতী ? আমার কপালে এই ছিল ! (ক্রন্দন)

ভীম। স্বর্ণলতা ! প্রাণময়ি ! প্রিয়তমে ! চুপ কর। আমি বড় দুরাচার, তাই তোমার প্রতি কলঙ্ক আরোপ ক'রেছি।

স্বর্ণ। নাথ, আপনি কাঁদেন কেন ? আমি সব সহ্য ক'র্ত্তে পারি আপনার বিষণ্ণ ভাব যে আমার সহ্য হয় না। এ ম্লান মুখ দেখে যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে। পিতা কর্ম্মচ্যুত ক'রেছেন মনে করে কি আমার উপর ক্রোধ হল ? আমি আপনার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থায় তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে এসেছি। আপনাকে ঘৃণা করেছেন ব'লে তাঁকে ত্যাগ ক'রে এসেছি। আমি যে আপনাকে বই আর জানিনা নাথ।

ভীম। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে পারি। তপ্ত অঙ্গার মস্তকে বহন কর্ত্তে পারি, কিন্তু স্বর্ণলতার কাতর বাক্য আমার সহ্য হয় না

হৃদয় অধীর হয়ে উঠ্‌লো আর মনোবেগ সম্বরণ কর্ত্তে পারিনা। স্বর্ণলতা! ভীমসিংহের প্রাণপ্রিয়ে! আমায় ক্ষমা কর।

স্বর্ণ। নাথ আপনার পায়ে পড়ি, আর আমাকে সন্দেহ ক'র্ব্বেন না। (চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন)

ভীম। প্রিয়ে উঠ উঠ আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আর কেঁদনা। (চুম্বন করিয়া) বল প্রিয়ে আর একবার বল—তুমি আমা ভিন্ন আর কাহারও নও। আমার চিত্ত বিমোহিনী, একবার বল তুমি অবিশ্বাসিনী নও।

স্বর্ণ। নাথ! কেন আমায় অবিশ্বাস করেন। বলুন নাথ আমি কবে আপনাকে অভক্তি ক'রেছি।

ভীম। এ স্বর্ণ ফলক কি বেশ্যা নামাঙ্কিত হবার জন্যই সংগঠিত হয়েছিল। না—তবে আমার অঙ্গুরীয় গেল কোথা? আমি কি মূর্খ, স্বর্ণলতাকে দেখে সব ভুলে গেছি; কি আশ্চর্য্য!

স্বর্ণ। নাথ আমি কি ক'রেছি যে আমার উপর রাগ ক'ল্লেন?

ভীম। দুশ্চারিনী কি কঁরেছিস্ জানিস্ না? পাপ কখন মনের অগোচর থাকে? তুই অসতী।

স্বর্ণ। হা নাথ! কেন আপনি এমন হলেন। আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি, এক মুহুর্ত্তের জন্যেও পাপচিন্তা আমার মনে স্থান পায়নি।

ভীম। তবে তুমি অসতী নও।

স্বর্ণ। না নাথ কখনই না। মাগো আর যে সহ্য হয় না, লও মা তোমার স্বর্ণলতাকে কোলে লও। আর আমার জীবনে সুখ কি? তোমার কাছে গিয়ে প্রাণ জুড়াই। মাগো আমি অভাগিনী পাপিনী, পিতার মনে কষ্ট দিয়েছি।

ভীম। বিধাতা কেন এ সুন্দর চিত্রে কদর্য্য কালিমা অর্পণ কল্লে? কেন এ বন-শোভিনী স্বর্ণলতাকে বিষময়ী করে সৃজন কল্লে? অভাগা ভীমসিংহের কি পরিণামে এই হল? কি করেছে জানেনা, আঁ্যা দ্বিচারিনী কি ক'রেছে জানেনা। উঃ! গগণে চন্দ্রমা আর উদয় হবেনা; পবন আর প্রবাহিত হবেনা; পাপীয়সির কার্য্য শুন্‌তে তাঁদেরও লজ্জা

হয়েছে। হা ধিক্, তবে ভীমসিংহ কেমন করে বল্‌বে? পাপীয়সি! কলঙ্কিনী!

স্বর্ণ। নাথ! অধিনীকে অন্যায় তিরস্কার ক'রছেন্। আমার কোন অপরাধ নাই।

ভীম। তবে কি তুই কলঙ্কিনী নস্?

স্বর্ণ। ধর্ম্ম জানেন আমি এক মুহূর্ত্তও আপনার প্রতি অবিশ্বাসিনী নই।

ভীম। তবে তুমি অসতী নও?

স্বর্ণ। না কখনই না।

ভীম। এও কি হতে পারে? আমি নিশ্চয় ব'লছি তুই অসতী।

স্বর্ণ। মাগো নাও মা, স্বর্ণলতাকে ডেকে নাও, আর প্রাণ বাঁচেনা। আমি তোমার কোলে গিয়ে প্রাণ জুড়াই মা। আর আমার জীবনে সুখ কি? স্বামীর মুখে নিন্দা আর সহ্য হয় না মা।

ভীম। প্রিয়ে স্বর্ণলতা! প্রাণপ্রতিমে! আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমায় আনন্দ-বাজার-বাসিনী দ্বিতীয় নরকের দ্বার স্বরূপ—বার-বিলাসিনী ব'লে মনে ক'রেছিলাম্। অভাগা ভীমসিংহের কুলটা অসতী পত্নী বলে মনে ক'রেছিলাম্, তাই এত তিরস্কার ক'রেছি আমায় ক্ষমা কর। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

(সরমার প্রবেশ।)

সরমে তুমি কেন এখানে? যাই এখন যাই।

[প্রস্থান।

সরমা। প্রভু এমন হলেন কেন? কিছুইত বুঝতে পাচ্ছিনা, দেবি কি ক'র্‌ছ।

স্বর্ণ। স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

সরমা। প্রভুর কি হ'য়েছে?

স্বর্ণ। কার কি হয়েছে?

সরমা। প্রভুর।

স্বর্ণ। কে তোমার প্রভু?

সরমা। যিনি তোমার প্রভু।

স্বর্ণ। আমার? আমার প্রভু নাই। আর কথা কইতে পারিনা, আজ কান্নাই আমার কথা। সখি!——

(ভৈরবের প্রবেশ।)

ভৈরব। দেবি কি আমাকে ডাক্‌ছেন্?

স্বর্ণ। ভৈরব! আমি অবলা, তিনি আমার সঙ্গে এমন নির্দ্দয় ব্যবহার করেন কেন।

ভৈরব। কি হয়েছে কি? আপনি এমন কথা বলছেন্ কেন?

সরমা। সেনাপতি আজ দেবিকে যা ইচ্ছা তাই বলে তিরস্কার ক'রেছেন। অনেক লাঞ্ছনা করেছেন, সতী বলেই সকল সহ্য কল্লেন।

ভৈরব। দেবি!

স্বর্ণ। আর কেন আমাকে দেবি বলে ডাক?

সরমা। পথের ভিখারিনীও সে কথা সহ্য ক'রতে পারেনা তা দেবির অভিমান না হবে কেন?

ভৈরব। কেন তিনি এমন তিরস্কার কল্লেন?

স্বর্ণ। কিছুই জানিনা। জ্ঞানে ত কোন অপরাধই করিনি। অভাগিনীর কপাল দোষেই তিনি আমার বাম হ'য়েছেন।

ভৈরব। দেবি ক্রন্দন ক'রবেন্ না চুপ করুন, এ প্রকার ক্রন্দন ক'রলে তাঁর অকল্যাণ হবে।

সরমা। কলঙ্কিনী নাম পাবার জন্যেই, অবিশ্বাসিনী হবার জন্যেই কি এত রূপবান্ বর ত্যাগ ক'রে সেনাপতিকে বরণ কল্লেন। হায় হায় এতে কার না কান্না পায়?

স্বর্ণ। আমার কপাল মন্দ বলেই এমন হলেন্ তাঁর দোষকি বল?

ভৈরব। বোধ করি কেউ কিছু লাগিয়ে থাক্‌বে।

স্বর্ণ। জগদীশ্বর জানেন

সরমা। কোন্ হতভাগা দুর্ম্মুখ আবার সীতার বনবাস্ দেখতে

চায়। কার ক্রুর মনে এমন পাপ আছে। আমি নিশ্চয় বলছি, তার সর্ব্বনাশ হবেই হবে। সতীর মনে কষ্ট দিলে, তার তেরাত্তির সবেনা। নির্ব্বংশ হবে, বংশে বাতী দিতে কেউ থাক্‌বেনা—নিশ্চয়ই থাক্‌বেনা।

ভৈরব। কে এমন শত্রু ছিল ?

সরমা। মিথ্যা ক'রে সতীর নামে লাগালে কি তার ভাল হবে, কখনই হবেনা। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমার শাপ্ লাগবেই লাগবে, ভিটে মাটি চাটি হবে, জ্বলে যাবে।

ভৈরব। আর মিথ্যা গাল দিয়ে কি হবে বল ?

স্বর্ণ। ভৈরব! কেন তিনি অধিনীর প্রতি প্রতিকূল হলেন। আমি এই দেবতাদের সাক্ষাতে বল্‌ছি যদি আমি একদিনের তরেও তাঁর প্রতি সন্দেহের কার্য্য ক'রে থাকি, তা হলে এই মহুর্ত্তেই যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়। দেখ ভৈরব! তিনি আমায় ঘৃণা করুন্ ত্যাগ করুন্, আর যা ইচ্ছা তাই বলুন্ সকলই সহ্য কর্ত্তে পারি। কিন্তু একথা যে আমার সহ্য হয় না।

ভৈরব। দেবি! আপনি রোদন করবেন্ না। শান্ত হউন। বোধ করি অন্য কোন কারণে তাঁর মনে কষ্ট হয়ে থাক্‌বে। তাই আপনার উপর বিরক্ত হয়েছেন্। এখন তাঁর আহারের সময় উপস্থিত। আপনি তাঁর কাছে যান্।

[স্বর্ণলতা ও সরমার প্রস্থান।

(শশীশেখরের প্রবেশ।)

শশি। বলি তাড়াতাড়ি যাচ্ছ কোথা এই কি তোমার বন্ধুতা ?

ভৈরব। ছিঃ ছিঃ অমন কথা ব'লনা, শত্রুতা কি দেখলে ?

শশি। তা বটে——ভায়া রোজ রোজ নতুন ফন্দি বার করে আমার কি সর্ব্বনাশটা না ক'ল্লে। টাকা গুল সব নষ্ট করালে, এখন (কর্ণমর্দ্দন) আর না।

ভৈরব। এখন যা বলি শুন।

শশি। অনেক শুনেছি আর না। আপনার বুদ্ধিতে ফকির হও-

য়াও ভাল, তা পরের বুদ্ধিতে রাজত্ব ও কিছু না। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছ।

ভৈরব। তুমি ভাই মিথ্যা আমার দোষ দিচ্ছ।

শশি। মিথ্যা বড় নয় সব সত্যি। ভায়া "ধরে বেঁধে পিরীত্, আর মেজে ঘসে রূপ" কখন্ হয়ে থাকে? বল। তুমি যে ছেঁড়া প্রেম জোড়া দিতে গেছ্লে।

ভৈরব। বেস বেস আর কথায় কাজ নাই।

শশি। বড় বেস নয়। আমার কাছ থেকে যে সব গহনা গুল তাকে দেব বলে নিয়ে গেছ। আজ সেগুল থাকলে আমি কত শত স্বর্ণলতাকে অবন্তিপুরে বাড়ির বাঁদি করে রাখতেম্। তুমি বলেছ সে আমায় কত আশা ভর্‌সা দিয়েছে, কৈ আমিত তার কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। তা হলে আমি সে দিন তাকে দেবার জন্য অমন এত টাকার এক ছড়ার মুক্তার মালা দিলেম, আর সে একগাছা গাঁদাফুলের মালা দিয়ে আমার মান্ রাখলে না। ভায়া তোমার চাতুরি সব বোঝা গেছে। হাত দিয়ে আর চাঁদ ঢাকা যায় না, এখন আঁধার গেছে সব প্রকাশ হয়েছে।

ভৈরব। বেস ভাই আমি তোমাদের কথায় থাক্‌বনা।

তৃতীয় দৃশ্য।

দুর্গস্থ একটী গৃহ।

(ভীমসিংহ, বিশ্বম্ভর, স্বর্ণলতা ও সরমার প্রবেশ।)

বিশ্ব। আর অনর্থক কষ্ট স্বীকারের আবশ্যক নাই।

ভীম। সেকি মহাশয় কষ্ট আবার কি?

বিশ্ব। বৎসে তবে এখন আসি।

স্বর্ণ। আসুন প্রণাম হই।

ভীম। এই দিকে দে আসুন স্বর্ণলতা

স্বর্ণ। নাথ কি বলছেন ?

ভীম। যাও এখন শয়ন করগে, আমি শীঘ্রই আসৃছি। সকলকে বিদায় দিয়ে একাকিনী থেক।

[প্রস্থান।

স্বর্ণ। আচ্ছা।

সরমা। আগেকার অপেক্ষা এখনত অনেক ভাল দেখ্‌ছি।

স্বর্ণ। তোমায় বিদায় দিয়ে আমায় শুতে বলেছেন, যাই শুইগে।

সরমা। আমাকে বিদায়, সেকি ?

স্বর্ণ। তাঁর আদেশ আমাদের অবশ্যই পালন কর্ত্তে হবে—তুমি এখন যাও তিনি শীঘ্রই ফিরে আসবেন্।

সরমা। তিনি যেন এখন না আসেন।

স্বর্ণ। কেন সখি এমন কথা বল্লে। তাঁকে আমি প্রাণের সহিত ভাল বাসি তাঁকে না দেখে আমি স্থির থাকিতে পারিনা—সরমে তাঁর কথায় কি বিরক্ত হওয়া উচিত, না অভিমান করা ভাল দেখায়, তাঁর মুখ প্রসন্ন দেখলে আমার কিছু মাত্র দুঃখ থাকেনা, সব ভুলে যাই। তবে আমি কেন বিরক্ত হব।

সরমা। (লজ্জাবনত মুখে) আজ যে চাদর খানা বিছানায় পাত্তে ব'লেছিলে, সেই খানাই পেতেছি।

স্বর্ণ। সকল চাদরই সমান ভ্রমবশতঃই তোমাকে বিবাহদিনের সে চাদর খানা পাত্তে বলেছিলাম। দেখ সরমে যদি তোমার সামনে আমার মৃত্যু হয় তা হলে সেই চাদর খানা আমার গায়ে ঢাকা দিও, ভুলনা।

সরমা। বালাই আর কি অমন কথা বলনা, আমার আগে মরণ হ'ক।

স্বর্ণ। সরমে তোমার মনে হয় আমাদের মোহিনী বলে একজন দাসী ছিল। আমাদেরই সেখানকার একজন বণিকের সঙ্গে তার প্রণয় হয়, কিন্তু সে আর মোহিনীকে দেখতে পারত না, ঘৃণা করত,

মোহিনী মরবার সময় তাকে মনে করে একটা খেদ গান গেয়েছিল, আজ সে গান আমার মনে বার বার উদয় হচ্ছে। সখি আমিও মোহিনীর সেই গানটী গাই। তুমি আমার ওড়না খানা তুলে রাখ।

সরমা। দেও রাখি। কই গাওনা, আমার শুনতে বড় ইচ্ছা হ'চ্ছে।

স্বর্ণ। গীত।

যমুনার কাল জল কল কল চলিছে
তীরে তরুমূলে বসি অভাগিনী কাঁদিছে

মর মনে হয় না, ভুলে গেলেম। ও কিসের শব্দ? কে আস্‌ছে?

সরমা। ও কিছু নয়, বাতাস।

স্বর্ণ। (গীত) শেষভাগ।

নহেরে নিদয় কালা, নিজ দোষে সহি জ্বালা,
কাঁদাম্ব কাঁদিরে তাই, ঘন ঘন বলিছে।

এখন এস আমার চোক জড়িয়ে আসছে, শুইগে। সখি! আজ আমার প্রাণটা এমন হু হু ক'রছে কেন বল দেখি?

সরমা। ও কিছু নয়, তুমি শোওগে, ভেবে২ অমন হয়েছে। (স্বগত) এমন সতীর প্রতি কি পতি হ'য়ে এত অত্যাচার কর্ত্তে আছে। আহা স্বর্ণলতা সরলা, কিছুই জানেনা, তাই এখনও তার সঙ্গে মিষ্টালাপ করে। পুরুষ জাতির মন কি কঠিন।

স্বর্ণ। সখি যাও শোওগে আমার ঘুম আসছে।

সরমা। তবে যাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

(শশীশেখর ও ভৈরবের প্রবেশ।)

ভৈরব। ওখানে ঐ ঝোপের আড়ালে চুপ্‌টি করে দাঁড়াও, বেশ করে কাপড়টা এই বেলা এঁটে নাও; কিছু ভয় নাই, আমি তোমার কাছেই আছি। দেখ পেছিওনা।

শশি। তুমি আমার কাছে থেক, আমার কেমন ভয়২ ক'রছে।

ভৈরব। সে কিহে ভয় কি? আমি তোমার কাছেই আছি দেখ যেন সব কাজ ফাঁস ক'রনা। তলওয়ার খানা বেস করে মুটো করে ধর।

শশি। আমার একাজ ক'রতে ইচ্ছা নাই, তবু কেমন ওর কথা কাটাতে পারিনে, যা বলে তাই বিশ্বাস যাই। যাক আজ দেখছি একটা লোকের প্রাণ গেল; ভৈরব কোথা গেলে?

ভৈরব। এই যে।

শশি। না বলি কাছে থেক যেন পালিওনা।

ভৈরব। না তোমার ভয় নাই। (স্বগত) এরত সর্ব্বস্বই ভুগিয়ে নিয়েছি এখন আমার উপর বড় চটেছে। তা চটুক আজ যদি বাঁচে তবে আমার সর্ব্বনাশ। তা আজ ওর শেষ দিন, চন্দ্রনাথকে ও মারবে কি, চন্দ্রনাথই ওকে মেরে ফেলবে, আমার গলার কাঁটা নেবে যাবে। আর যদিই চন্দ্রনাথকে বিনাশ করে তা হ'লেও আমার লাভ সামান্য নয় সে বেঁচে থাকলেই সব প্রকাশ হয়ে পড়বে তা হলেই মারা যাব।

তা ভালই হয়েছে দুজনের যেই মরুক আমার লাভ সমান (প্রকাশ্যে) ঐ বুঝি আসছে হে ঐ।

শশি। হাঁ সেই বটে। পাজি গেলি। (অগ্রসর হওন ও আঘাতোদ্যম)

চন্দ্র। কি তুই আমায় চিনিস্‌না (আঘাত)

শশি। বাবারে এই বারে গেলাম্, মলেম্, উঃ!

চন্দ্র। কে আছ আমায় বাঁচাও, এদিকে এস, ডাকাত্ ডাকাত্, সর্ব্বনাশ ক'রলে চৌকিদার, চৌকিদার। খুন হয়েছে খুন, এদিকে এস।

(ভীমসিংহের প্রবেশ।)

ভীম। হুঁ সেই বটে। ভৈরব তার কথা রেখেছে। পাজীকে খুন করেছে।

শশি। কেন আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল।

চন্দ্র। কে আছ এদিকে এস, আমায় রক্ষা কর, বড় আঘাত পেয়েছি।

ভীম। ভৈরব ধন্য তোমার প্রভুভক্তি, ধন্য তোমার সদ্ভাব। তুমিই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছ, যথার্থ বান্ধবের কাজ করেছ। পাপীয়সী তোর চন্দ্রনাথ গেল তোকেও শীঘ্র নরকের দ্বারে প্রেরণ ক'রব। পিশাচী লম্পটকে যে শয্যায় স্থান দিয়েছে, শীঘ্রই সে শয্যা তার রক্তে কলুষিত হবে।

[প্রস্থান।

শশি। কেউ এলনা, তবে কি এমনি করে রক্ত ক্ষয় হয়ে মরব নাকি?

চন্দ্র। কি আশ্চর্য্য, এরাস্তায় কি লোক চলেনা। চৌকিদার কি এদিকে নাই? চৌকিদার চৌকিদার, খুন হয়েছে খুন, ডাকাত ডাকাত।

(জনেক নাগরিক ও বিশ্বম্ভরের প্রবেশ।)

নাগ। মশাই বোধ করি কোন পথিককে দস্যুরা আক্রমণ করেছে। ঐ শুনুন চিৎকার ক'রছে।

চন্দ্র। ইস্ গাটা একেবারে ছুটুক্‌রা করেছে।

বিশ্ব। তাইত হে, বোধ করি দুই তিন জন লোক কাটা গিয়েছে। আমরা লোকজন না নিয়ে এসে বড় ভাল করি নাই।

শশি। হায় হায় কেউ নাই। হু হু ক'রে রক্ত প'ড়ছে, গাটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রছে, এই খানেই মরতে হবে। মা কালি!

বিশ্ব। ঐ না কে আলো নিয়ে আস্‌চে।

(ভৈরবের আলো লইয়া প্রবেশ।)

নাগ। বোধ করি চৌকিদার।

ভৈরব। কেও চিৎকার ক'রছে হে, কি হয়েছে ব্যাপার কি?

বিশ্ব। কই কিছুইত জানিনা।

ভৈরব। কে না চ্যাঁচাচ্ছেলো।

চন্দ্র। ভাই সব এদিকে এস ডাকাতেরা আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে।

বিশ্ব। এ লোকটা কেহে ভীমসিংহের সহকারী বটে।

নাগ। হাঁ সেই বটে বেশ্ ভদ্রলোক।

ভৈরব। কোন্ দিকে হে সাড়া দাওনা।

চন্দ্র। ভৈরব! দস্যুরা আমায় বড় আঘাত করেছে, আমায় ধর বাঁচাও।

ভৈরব। হায় চন্দ্রনাথ! কে এমন ক'রলে? ইস্।

চন্দ্র। আমার বোধ হয় তাদের একজন এইখানে পড়ে আছে, পালাতে পারেনি।

ভৈরব। পাজী ব্যাটাদের ধরতে পারলে হয়, উঃ।

শশি। আমায় বাঁচাও আমি মরি।

চন্দ্র। ঐ সেই ব্যাটাহে সেই ব্যাটা তাদেরই একজন।

ভৈরব। তবে রে বেটা পাজী ডাকাত (শশীশেখর অস্ত্রাঘাত)।

শশি। আঃ তোর এই কাজ। আঃ ও ও (মৃত্যু)

ভৈরব। বেটা অন্ধকারে মানুষ মার। এমনি করে লোকের প্রাণ বধ কর। সব বেটাকে ধরে শুলে দেব। তোমরা কে হে?

বিশ্ব। আমি বিশ্বস্তর পান্থ।

ভৈরব। দস্যুরা চন্দ্রনাথকে বড় আঘাত ক'রেছে।

বিশ্ব। চন্দ্রনাথ।

ভৈরব। কেমন আছ ভায়া, আর কোথাও লেগেছে নাকি?

চন্দ্র। না পাটা একেবারে গেছে।

ভৈরব। তা যাক্ কি ভাগ্যি পায়ের উপর দিয়ে গেছে। এস বেঁধে দিং।

(বিনোদিনীর প্রবেশ।)

বিনো। কে এত চিৎকার ক'রছ গো, কিসের গোলযোগ? কি হয়েছে? মর মিন্সে কথায় কান দিলেনা।

ভৈরব। এত চিৎকার করছেল জাননা?

বিনো। আঁ্যা চন্দ্রনাথ কে এমন করলে, ওমা একি হল মা গো, আমার যে আর কেউ নাই গো মা।

ভৈরব। ব্যাটারা কি দুষ্ট কি বুকের পাটা, মশায় লোক গুলকে ঠাওরাতে পেরেছেন।

চন্দ্র। না।

বিশ্ব। আমরা আরও আপনার অন্বেষণে যাচ্ছিলাম।

ভৈরব। একখান রুমাল দাও বেঁধেদি।

বিনো। হায় হায় কুল কুল করে রক্ত প'ড়ছে, কোথায় যাব আমার কি হলো গো কি সর্ব্বনাশ।

ভৈরব। তা কি ক'রব বল, যা হবার তা হয়েছে, কপালের দোষ ছিল, হল। ওরে আলোটা ধরত দেখি এ লোকটা কে? চিনি বোধ হচ্ছে যে।

বিশ্ব। কি হে অবন্তির শশিশেখর?

ভৈরব। হাঁ আপনি চেনেন?

বিশ্ব। তোমার সঙ্গে এর মনান্তর ছিল নাকি?

চন্দ্র। কৈ না কিছুই না!

ভৈরব। আসুন আমরা আপনাকে ধরে নিয়ে যাই। ধীরে ধীরে যেতে পারবেন।

চন্দ্র। চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভীমসিংহের শয়নঘর।

স্বর্ণলতা নিদ্রিতা।

দীপ প্রজ্বলিত।

(ভীমসিংহের প্রবেশ।)

ভীম। (স্বগতঃ) এই জন্যেই—এই জন্যেই পবিত্র নক্ষত্র মণ্ডিতা তামসী নিশি গম্ভীর স্থির। পাপীয়সীর দণ্ড দেখবার নিমিত্তই—স্থির—নিশ্চল। না—আমি তাকে বিনাশ কর্‌তে পার্‌বনা। উঃ কমলের কোমল অঙ্গে কেমন করে কণ্টক বিদ্ধ কর্‌ব? কি অসতী জীবিতা থাক্‌বে? বিশ্বাসঘাতিনী কলঙ্কিনী জীবিতা থেকে জগৎকে কলুষিত করবে। না—তা কখনই হবে না। অগ্রে এই প্রদীপ নির্ব্বাণ করি,—পরে ও দীপ নির্ব্বাণ কর্‌বো। এ দীপ একবার নির্ব্বাণ হলে আবার জ্বাল্‌তে পার্‌ব, কিন্তু হৃদয়ের প্রদীপ যে নির্ব্বাণ হলে আর জ্বল্‌বে না। চিরদিনের মত নির্ব্বাণ হবে—কিছুতেই জ্বল্‌বে না। জীবন গেলে আর ফেরেনা। দীপ নির্ব্বাণ করি কিন্তু জানিনা আবার কেমন করে জ্বাল্‌'ব। কমল তুললে কি আর জোড়া যায়? আর কি তার সৌন্দর্য্য থাকে? মৃণালেই কমলের আস্বাদন করি (চুম্বন) কি মনোহর, কি মধুর, তাপিত হৃদয় শীতল হল, সব যন্ত্রণা দূরে গেল, লৌহময় তরবারি দ্রবীভূত হল। আবার! আবার! আর একটী! স্বর্ণলতা! জীবন্ময়ী! মৃতাবস্থায়

এমনি থেক, আমি তোমায় হত্যা করে আবার ভাল বাসুব। আবার একটী! এই শেষ জনমের মত শেষ। আর এ কমল সম্ভোগ করতে পাবনা। উঃ! আর যে হৃদয় স্থির থাকেনা, চক্ষের জল যে আর সম্বরণ করতে পারিনা। জগদীশ কেন আমার মন এত অস্থির হল। (রোদন)

স্বর্ণ। আর্য্যপুত্র?

ভীম। (রুক্ষস্বরে) হাঁ আমি।

স্বর্ণ। আপনি শয়ন করবেন না।

ভীম। আমি তোকে বিনাশ ক'রবো।

স্বর্ণ। সেকি নাথ?

ভীম। হুঁ।

স্বর্ণ। মা ভবানী আমায় রক্ষা কর।

ভীম। জগদীশ তোমায় রক্ষা করুন।

স্বর্ণ। তবে কি আপনি আমায় বিনাশ ক'রবেন না।

ভীম। হুঁ।

স্বর্ণ। নাথ আপনার চোক্ দেখে ভয় ক'রছে। জানিনা অধিনী শ্রীচরণে কি দোষে অপরাধিনী।

ভীম। আপনার পাপ স্মরণ কর্।

স্বর্ণ। কৈ নাথ, আমিত কোন দোষই করিনি। কিছুই জানিনা, তবে কি আপনাকে ভাল বাসাই আমার পাপ হল।

ভীম। হুঁ চুপ কর্।

স্বর্ণ। কেন নাথ?

ভীম। আমার সে আংটী চন্দ্রনাথকে দিয়েছিস্।

স্বর্ণ। না কখনই না; তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।

ভীম। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে কেন আর মিথ্যা বলে পাপ সঞ্চয় করিস্। দোষ স্বীকার কর্ কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবিনা। আমি আজ নিশ্চয়ই তোকে বিনাশ ক'রবো।

স্বর্ণ। তবে কি এখনি আমায় হত্যা করবেন?

ভীম। এই দণ্ডেই।

স্বর্ণ। নাথ আমি তারে আংটী দিই নাই। আপনি আমার কথায় অবিশ্বাস ক'রবেন না।

ভীম। আমি স্বচক্ষে তার হস্তে আমার আংটী দেখেছি। তুই মিথ্যাবাদিনী।

স্বর্ণ। অন্য কোন উপায়ে পেয়ে থাকবে; আমি তাকে দিই নাই। আপনি তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন।

ভীম। সে নিজ মুখে বলেছে।

স্বর্ণ। কি বলেছে নাথ?

ভীম। তুই অসতী।

স্বর্ণ। আমি অসতী, মিথ্যা।

ভীম। সত্য।

স্বর্ণ। সে কখন এমন কথা বল্‌বেনা।

ভীম। না আর বল্‌বেনা। পাপাত্মার প্রাণ বিনাশ হয়েছে।

স্বর্ণ। হায় সাধু হয়েও তার প্রাণ গেল। সতী হয়েও আমার কলঙ্ক হল। আর যে সহ্য হয় না, মাগো। (রোদন)

ভীম। কি পাপীয়সী আমারি সামনে তার জন্যে রোদন?

স্বর্ণ। নাথ আমায় বিনাশ করবেন না; বনবাস দিন।

ভীম। না তা হবেনা, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি; স্বহস্তে তোর প্রাণ বিনাশ ক'রবো।

স্বর্ণ। তবে কাল আমায় বিনাশ ক'রবেন, আজকের জন্য ক্ষমা করুন।

ভীম। না, এই দণ্ডেই। তুই যদি পলায়ন করিস্।

স্বর্ণ। তবে দুই দণ্ড আমায় জীবন ভিক্ষা দিন, আমি মঙ্গলার কাছে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

ভীম। আর এক মুহূর্ত্তও না; অনেক হয়েছে।

স্বর্ণ। আমি একবার জন্মের মত——

ভীম। আর বিলম্ব নয় (আঘাত)

সরমা। (নেপথ্যে) দেব প্রভু দ্বার খুলুন সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ভীম। একি? কিসের শব্দ? এখনও শেষ হয়নি? আমি কি নির্দ্দয়। কেও? কেও?

(নেপথ্যে সরমা) আপনাকে একটা কথা ব'লব।

ভীম। হুঁ, সরমা চন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ এনেছে—দ্বার খুলে দিই—স্বর্ণলতার সঙ্গে কথা কবে—স্বর্ণলতা কে?—আমার স্ত্রী।—আমার আবার স্ত্রী কে?—আমার স্ত্রী নাই—স্বর্ণলতা জীবিতা নাই। উঃ!

সরমা (নেপথ্যে)।—দেব! আমার কথা শুনুন, দ্বার খুলে দিন্।

ভীম। তাইত সরমা এসেছে। (দ্বার উন্মোচন) কেন কি হয়েছে?

সরমা। ভয়ানক হত্যা হ'য়ে গেছে।

ভীম। সে কি?

সরমা। আমি শুনে এলেম, শশীশেখরকে চন্দ্রনাথ কেটে ফেলেছে।

ভীম। চন্দ্রনাথ এখনও বেঁচে আছে?

সরমা। চন্দ্রনাথ আঘাত পেয়েছে মাত্র, কোন ভয় নাই।

ভীম। পাজী এখনও বেঁচে আছে, অ্যাঁ!

স্বর্ণ। সাধু চন্দ্রনাথ নির্দ্দোষী, উঃ!

সরমা। কাঁদে কে?

ভীম। কৈ কোথা?

সরমা। এই যে সর্ব্বনাশ হয়েছে। কে এমন কাজ ক'রলে। দেবি! প্রাণসখি! আবার একটী কথা কও, তোমার সরমা এসেছে।

স্বর্ণ। সখি সরমে, জন্মের মত চল্লেম।

সরমা। হায় কে এমন কাজ ক'রলে, সখি!

স্বর্ণ। কেউ না আমিই ক'রেছি। সরমে বিদায় হই। আর্য্যপুত্রকে ব'লো——দাসী——সতী——(মৃত্যু)

ভীম। কে হত্যা ক'রলে?

সরমা। কি জানি।

ভীম। তুমি শুনেছ আমি হত্যা ক'রিনি।

সরমা। দেবীত ব'ল্লেন।

ভীম। মিথ্যাবাদিনী নরকে গমন ক'রেছে, আমিই তাকে হত্যা ক'রেছি।

সরমা। স্বর্গের অপ্সরী স্বর্গে গেছেন।

ভীম। সে ভ্রষ্টা।

সরমা। কি দেবী অসতী?

ভীম। অসতী না হলে আমি কখনই তাকে হত্যা করতাম না। পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পত্তি পেলেও আমি স্বর্ণলতাকে ত্যাগ কর্‌তাম্ না।

সরমা। কে বলেছে দেবী অসতী?

ভীম। তোমার স্বামী—ভৈরব।

সরমা। সে মিথ্যাবাদী, সে যদি সতীর নামে এমন কলঙ্ক দিয়ে থাকে, হাতেং তার প্রতিফল পাবে। নরকের আগুণ দ্বিগুণ হয়ে তাকে দগ্ধ ক'র্‌বে।

ভীম। আঁ্যা।

সরমা। তোমারও সেই গতি, নরকেও তোমাব স্থান হবেনা।

ভীম। সরমে চুপ কব।

সরমা। কেন, আর আমার তোমাকে ভয় কি? তুমি আমার কি ক'রবে? আমি তোমার তলোয়ারকে ভয় করিনি। তোমার দণ্ড হবেই হবে। এর শাস্তি পাবেই পাবে। ওরে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। খুন হ'য়েছে রে, খুন হয়েছে।

(ভৈরব, ধর্ম্মদাস, বিশ্বম্ভর ও অপর একজনের প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

সরমা। (ভৈরবের প্রতি) তুমি না কি ব'লেছ, স্বর্ণলতা অসতী? কথা কও, এখন চুপ ক'রে রইলে কেন?

ভৈরব। আমি যা সন্দেহ করেছিলাম তাই বলেছি। আর সেনাপতি সমুদায় যে স্বচক্ষে দেখেছেন, ব'লতে হবে কেন?

সরমা। অসতী ব'লেছ?

ভৈরব। হাঁ ব'লেছি, তুমি অমন ক'রে চ্যাচাচ্ছ কেন? এত লোকের সাম্‌নে একটু লজ্জা হয় না, যাও, আর কথা ক'ওনা।

সরমা। কি? আমি কথা কবনা? স্বর্ণলতার প্রাণ গেল, আমি চুপকরে থাক'ব?

সকলে। কি সর্ব্বনাশ!!!

সরমা। তোমারই কথায় দেবিকে হত্যা ক'রেছে। তোমার-

ভীম। সকলই সত্য।

বিশ্ব। অ্যাঁ অবশেষে এই ঘ'ট্‌লো।

ধর্ম্ম। কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

সরমা। হায়২, স্বর্ণলতা, প্রাণসখি, আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে? আ সতী, তোমার কপালে এই ছিল? তুমি পতিপ্রাণা হ'য়েও অসতী ব'লে দস্যুর হস্তে প্রাণ হারালে।

ভৈরব। তুমি পাগল হলে নাকি? যাও, এখান্ থেকে যাও।

সরমা। না গো আমি যাবনা, স্বর্ণলতাকে ছেড়ে আমি যেতে পারব'না। আমায় অমন্ কথা ব'ল'না। (রোদন)

ভীম। স্বর্ণলতা! প্রিয়ে! কোথা গেলে? হতভাগাকে ভুল'না।

সরমা। হ্যাঁ, এখন ডাক্ ছেড়ে কাঁদ। বিনা দোষে সতীর প্রাণনষ্ট করেছ, এখন তার শাঁস্তি পাও।

ভীম। খুড়! খুড়! এই তোমার প্রাণসমা স্বর্ণলতা রয়েছে, আমিই তাকে বিনাশ ক'রেছি।

বিশ্ব। আঃ হতভাগিনি!

ভীম। খুড়! ভৈরব জানে স্বর্ণলতা অসতী, সে আমার প্রদত্ত আংটী চন্দ্রনাথকে দিয়েছিল। চন্দ্রনাথ নিজ মুখে সব ব্যক্ত ক'রেছে।

সরমা। আ সখি! অবশেষে এই হ'ল—এই হতভাগিনীই তোমার মৃত্যুর কারণ হ'ল।

ভৈরব। তোর্ যে দেখ্‌তে পাই কিছু মাত্র লজ্জা নাই, চুপ্ কর্ ডাক্ ছেড়ে কাঁদ্‌তে হবেনা।

সরমা। আমি আর যে চুপ করে থাকতে পারিনা, আমার প্রাণ যে ফেটে যায় গো।

ভৈরব। (মৃদুস্বরে) আর গোলযোগ করে কি হবে? তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাও, এ যাত্রায় আমায় রক্ষা কর। (প্রকাশ্যে) যাও এখান থেকে যাও।

সরমা। না আমি যাবনা।

ভৈরব। কি আমার অবাধ্য, পাপিয়সি, দুষ্টে। (আঘাতোদ্যম)

ধর্ম্ম। ছিঃ! ছিঃ! স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুল'না।

সরমা। তুমি আমায় মার বা কেটেই ফেল, আমি আব চুপ্ কবে থাকৃব না। সে আংটী যে আমিই চুরি ক'বে তোমায় দিয়েছিলাম। ও কালামুখ, এই জন্যই আমায় চুরি কর্তে বলেছিলে।

ভৈরব। তবে রে মিথ্যাবাদিনি।

সরমা। না গো আমি মিথ্যা বলিনি, সকলই সত্য, দুরাত্মা তুই আমায় ছুঁস্‌নে, আমি তোর্ স্ত্রী নই।

[সরমাকে অস্ত্রাঘাত করিয়া ভৈরবের প্রস্থান।

ভীম। আকাশে কি বজ্র নাই? এমন পাপাত্মার মস্তকে প'ড়লো না। উঃ।

বিশ্ব। পাজী বেটা স্ত্রীহত্যা ক'রে পালালো।

সরমা। ও সখি, আ আ (পতন ও মৃত্যু)

ধর্ম্ম। বেটা কি ভয়ানক লোক! আপনি সাবধান, দেখবেন্ যেন সেনাপতি কোথায় না যান্, চলুন আমরা পাজীকে ধ'রে আনি, কোথায় পালাবে?

[প্রস্থান।

ভীম। স্বর্ণলতা! উঃ।

ভীম। এ ঘরে আরো যে তলোয়াব ছিল, গেল কোথা? এই যে পেয়েছি। খুড়—খুড়—পেয়েছি—এস—শোন——

বিশ্ব। কেন অস্থির হও, জীবন অমূল্য ধন, বৃথা চেষ্টা ক'রবে —তোমার অস্ত্র নাই।

ভীম। তবে শোন।

বিশ্ব। কি বল।

ভীম। আমার হস্তে তলবারি থাক্‌লে, আমি অনায়াসে তোমার মত শত বীরের সম্মুখীন্ হতে পারি। কিন্তু গর্ব্ব, বীরত্ব, সকলই অনিত্য। ভাগ্যের উপর কোন বীরত্বই খাটেনা। যা ঘটবার ঘটেছে। আমার অস্ত্র দেখে ভয় ক'রনা, পলায়ন আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রাণময়ী স্বর্ণলতা স্বর্গে গেছে, আমি তার অনুগমন কর'ব। কেউ আমায় রাখ্‌তে পার্‌বেনা। স্বর্ণলতা! প্রাণপ্রিয়ে! দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে যা'ব। না আমি স্বর্গের অনুপযুক্ত, স্বর্গে আমার স্থান নয়। কোথায় যাব জানিনা। স্বর্গের দিব্য জ্যোৎস্নায় তুমি বিহার ক'র্‌ছ। নরকের মসীময় গাঢ় অন্ধকার আমার চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হ'চ্ছে। জগদীশ! রক্ষা কর, স্ত্রীঘাতক জল্লাদকে ক্ষমা কর। (তরবারি নিক্ষেপ করিয়া যুগ্ম হস্তে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান্)

(অপরাপর সকলের ভৈরবকে লইয়া প্রবেশ।)

বিশ্ব। পাজীকে আমার সাম্‌নে আন।

ভীম। হুঁ সেই বটে,—তুই নররূপী পিশাচ, তোকে বিনাশ ক'রে কি হবে। (পদাঘাত)

ভৈরব। আপনারা আমায় বাঁচান। রক্ষা করুন।

বিশ্ব। ভাল ভীমসিংহ! তুমি এমন সুবিবেচক ও বিজ্ঞ হয়েও এ শঠের চাতুরী কিছুই বুঝ্‌তে পারলে্না।

ধর্ম্ম। এ পাজী আপনার দোষ কতক স্বীকার করেছে, ভাল, আপনি কি একে চন্দ্রনাথের প্রাণ বিনাশ ক'রতে বলেছেন?

ভীম। হ্যাঁ বলেছি।

চন্দ্র। সেনাপতি! আমি ত আপনার চরণে কোন অপরাধ ক'রিনি।

ভীম। চন্দ্রনাথ আমাকে ক্ষমা কর, আমি ঘোর নরাধম বলেই তোমার বিপক্ষে এমন মন্ত্রণা করেছিলাম্। ঐ পিশাচ্কে জিজ্ঞাসা কর, কেন ও আমার এমন করে সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে।

ভৈরব। না আর আমি কথা কবনা।

ধর্ম্ম। গুঁতোয় কওয়াব, কবেনা? (পদাঘাত)

চন্দ্র। ইষ্ট দেবতার নাম নিবিনে?

ভীম। ভাল চন্দ্রনাথ তুমি আমার আংটী পেলে কেমন ক'রে?

চন্দ্র। পাজী স্বীকাব করেছে ঐ সে আংটী আমার ঘরে রেখে এসেছিল।

ভীম। উঃ!

বিশ্ব। ওব দণ্ড বিধানের জন্য নূতন শূলের সৃষ্টি করতে হ'বে. ব্যাটার যেমন চাতুরী তেম্‌নি দণ্ড দিতে হবে। সাঁড়াশী দিয়ে ওর জীব টেনে বাব্ করতে হবে। বৎস! তোমাকে এখন এখানে কিছুদিন বন্দী ভাবে থাক্‌তে হবে; আমি অদ্যই অবন্তি যাত্রা ক'রে শীঘ্রই মহারাজের কাছে এ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা ক'রব।

ভীম। বলবেন্, হতভাগা ভীমসিংহ শঠের চাতুরীতে পতিপ্রাণা সতীর প্রাণ বিনাশ ক'রেছে। প্রেম-বিদ্বেষেব বশীভূত হ'য়ে প্রাণসমা প্রণয়িনীকে হত্যা করেছে,—কাল ভুজঙ্গ ভ্রমে অন্ধ হ'য়ে, কণ্ঠস্থিত মণিমালা ছিন্ন ক'বেছে। তার মত নরাধম আর জগতে নাই। মহারাজকে আরো বলবেন্, যে পাপাত্মা ভীমসিংহকে তিনি এত ভাল বাসতেন্,—যার রণপাণ্ডিত্যেব এত প্রশংসা ক'রতেন্—সে তাঁর চরণে প্রণাম করেই আপনাব জীবনের শেষ ক'র্‌লে। (স্বহস্তে কণ্ঠচ্ছেদ)

সকলে। কি সর্ব্বনাশ!!!

ভীম। স্বর্ণলতা—প্রিয়ে—তোমায় হত্যা কববার পূর্ব্বেও চুম্বন করেছি, চুম্বনেই এ প্রাণ ত্যাগ ক'রলেম্। (মৃত্যু)

চন্দ্র। পূর্ব্বেই এ শঙ্কা ক'বেছিলাম্।

ধর্ম্ম। ওখানে তলবার ছিল। তা দেখিনি।

বিশ্ব। রে ব্রাহ্মণ-কুলাধম্ নৃশংস-নরপিশাচ্, তোর যদি চক্ষু

থাকে, তবে চেয়ে দেখ্ কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি। এ হত্যা কাণ্ড দেখলে পাষাণ ও দ্রব হয়। চন্দ্রনাথ! এ পাপাত্মার দণ্ড বিধানের ভার তোমারই উপর রইলো। আমি অবন্তি যাত্রা করি, আর এখানে থাক্‌তে পারিনা। উঃ!!

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।